

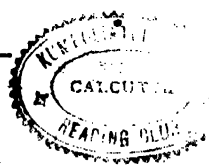
বুজবিলাস

২/৩৮৯

যৎকিঞ্চিং অপূৰ্ণ মহাকাব্য

রেফারেন্স (আকস্মিক) গ্রন্থ

কবিকুলতিলকসম্ভ



কস্মচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ



কলিকাতা

সংস্কৃত বর্ষে মুদ্রিত

এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত।

৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

সন ১২৯১ সা. ল।

সি. এ. সি. স্টোয়ার্ড
নাম: স্টোয়ার্ড
জন্ম: ২২/৩/৩০
A. E. C. ২২/৩/৩০
১২২২২২২২



দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ব্রজবিলাসে বিশেষিত হইয়াছে। কিন্তু, গ্রাহকবর্গের আগ্রহনিয়তি হয় নাই। এক্ষুণ্ণ অনেকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, এই মহাকাব্য পুনরায় মুদ্রিত করিতে হইল।

ফাজিলচালাকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ, বোদ্ধা, যোদ্ধা, ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করেন, অস্ত্রে যাহা বলুক, তাঁহাদের মতে, তাহা অজাস্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্য খানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। সেই সন্দেহ, ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিলচালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিভ্রাসাগরের লিখিত। তাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, তাহা, এক কথায়, সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

এক গণ্ডা এক মাস অতীত হইল, বিভ্রাসাগর বাবুজি, অতি বিদকুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া, পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ অবস্থায়, তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, এ কথা যিনি রটাইবেন, অথবা, এ কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিভ্রা, বুদ্ধির দৌড় কত, তাহা সকলে, স্ব স্ব প্রতিভাবলে, অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমার প্রথম সংস্করণ, "অতি অল্প হইল", ভূমিষ্ঠ হইলে, কেহ কেহ, সন্দেহ করিয়া, কোনও মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পুস্তক খানি কি প্রণয়নকার লিখিত? তিনি, কোনও উত্তর না দিয়া, দ্বিধা হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাহাতে অনেকে মনে করিতেন, তবে ইহা ইহারই লিখিত। বিভ্রাসাগর মহোদয় সেরূপ চালাকি খেলেন কি না, ইহা জানিবার জন্ত, এ বার আসি,

চতুর, চালাক, বিশ্বস্ত বন্ধু বিশেষ দ্বারা, তাঁহার নিকট ঐরূপ জিজ্ঞাসা করাইব। দেখি, তিনি, পূর্বোক্ত মহোদয়ের মত, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন; অথবা, আমার লিখিত নয় বরিসন্দেহ পত্র বাক্যে উত্তর দেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাহা শুনি তিনি, 'না বিইয়া কানাইর মা' হইতে চাহিবেন, সে ধর্যের জন্ত নহেন।

অধিকন্তু, তিনি, ভাল লেখক বলিয়া, এক সময়ে, বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সত্য বটে। কিন্তু, যে অবধি, আমি প্রভৃতি কতিপয় উচ্চ দরের লেখকচূড়ামনি, সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, নানা রঙ্গে, অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই অবধি, তাঁহার লেখার আর তেমন গুমর নাই। ফলকথা এই, তিনি প্রভৃতি প্রাচীন দলের লেখকদিগের ভোঁতা কলমের খোঁতা মুখ হইতে, এবং বিধ রত্নদার মহাকাব্য নিঃসৃত হওয়া, গোময়কুণ্ডে কমলোৎপত্তির স্থায়, কোনও মতে সম্ভব নহে।

যথাবিহিত যাহা অভিহিত হইল, ইহাতে যদি প্রাচীন দলের অভিমানী লেখক মহোদয়েরা রাগ করেন, করুন; আমার তাহাতে কিছুই বহিয়া যাইবেক না। আমি, এ সকল বিষয়ে, কাহারও তুআক্কা রাখি না, ও রাখিতেও চাহি না। এ জন্তে, যদি আমায় নরকে যাইতে হয়, আমি তাহাতেও পিছপাঁও নই।

যদি বলেন, নরক কেমন সুখের স্থান, সে বোধ থাকিলে, হুমি, কখনই, নরকে যাইতে চাইতে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, কিছু দিন পূর্বে, কলিকাতায়, এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি এক বারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার গুরুদেব, উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে ছরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই,' গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই সুবোধ, সুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, 'আপনি দেখুন, যত প্রবলপ্রতাপ রাজা রাজড়া, সব নরকে যাইবেন; যত ধনে মানে পূর্ণ বড় লোক, সব নরকে যাইবেন; যত দিলদরিয়া,

বিজ্ঞাপন ।

তুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন ; যত মুহুভাষিনী, চারুহাসিনী
বারবিলাসিনী, সব নরকে যাইবেন ; স্বর্গে যাইবার মধ্যে, কেবল
আপনাদের মত টিকিকাটা বিজ্ঞাবাগীশের পাল । সুতরাং, অতঃপর
নরকই গুণ্ফার ; এবং, নরকে যাওয়াই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়' ।
আমারও সেই উত্তর ।

কিন্তু, একটি বিষয়ে, উক্ত ভদ্রসন্তানের মতের সহিত, আমার
মতের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে । তিনি কহিয়াছিলেন, টিকিকাটা
বিজ্ঞাবাগীশের পাল স্বর্গে যাইবেন । আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই,
যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে ; এবং, কাহারও
পক্ষে, সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে ; তাহা
হইলে, টিকিকাটা বিজ্ঞাবাগীশের পাল সর্বাংশে নরকে যাইবেন,
এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন ; আমরা আর
সেখানে স্থান পাইব না ।

শ্রীমান্ বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া,
মনগড়া বচন পড়িয়া, বলিয়া থাকেন, জ্ঞানকৃত পাপের নিক্ষেপিত
নাই । বিষয়ী লোক শাস্ত্রজ্ঞ নহেন ; সুতরাং, তাঁহাদের অধি-
কাংশ পাপ, জ্ঞানকৃত বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারে না । কিন্তু,
বিজ্ঞাবাগীশ খুড়দের, শাস্ত্রেও যেমন দখল, পাপেও তেমনই প্রবৃত্তি ;
সুতরাং, তাঁহাদের পাপের সংখ্যাও অধিক, এবং সমস্ত পাপই
জ্ঞানকৃত । এমন স্থলে, তাঁহারাই নরক একচাটিয়া করিয়া ফেলি-
বেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই । তাঁহারা, আমাদিগকে ভয়
দেখাইবার জন্যে, কুপনা রঙ চড়াইয়া, বর্ণনা করিয়া, নরককে এমন
ভয়ানক স্থান করিয়া তুলেন যে, শুনিলে হৃৎকম্প হয়, এবং, এক
বারে হতাশ হইয়া পড়িতে হয় । কিন্তু, আপনাদের বেলায়, 'মাকড়
মারিলে ধোকড় হয়' বলিয়া, অবলীলা ক্রমে, সমস্ত পাপকর্ম্মে
সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া থাকেন । এ বিষয়ের অতি সুন্দর একটি উদাহরণ
দর্শিত হইতেছে ।

কিছু কাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে, কৃষ্ণহরি শিরো-
মণি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
বাহার। তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক
মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে গহিতেন।
কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার
পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্য্যা নিযুক্ত থাকিতেন।
ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমণি
শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রী-
জাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পরিশেষে
কহিয়াছিলেন, ‘যে নারী পর পুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া,
তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়।
নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধ দেশ, অতি
তীক্ষ্ণগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই
ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়,
প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ়
আলিঙ্গনদান করিতে; এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপতি
ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর
হইতে না পারিলে, যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত
তিরস্কার করিয়া, বলপূর্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার
সর্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে
থাকে; সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতিকরুণ
স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ, ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত
অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকুর, ক্ষণিক মুখের
অভিলাষে, পর পুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে’ ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগরত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি
শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া,

বিজ্ঞাপন ।

প্রতিজ্ঞা করিলেন, ‘যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও, পর পুরুষে উপগতা হইব না’ । সে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পূর্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন ; কিন্তু, অন্ত্যস্ত দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্ত, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না ।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎ ক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন ; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণ পূর্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন । সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং, গলবস্ত্র ও ক্রুতাজলি হইয়া, গলদণ্ড লোচনে, শোকাবুল বচনে কহিলেন, ‘প্রভো ! রূপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন । সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি ; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আগার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না । না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি’ ।

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচুড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোথান করিলেন ; এবং, দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্ত মুখে কহিলেন, ‘আরে পাগলি ! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় বাইতেছ না ? আমরা, পূর্বাগর, বেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইকপ বলিয়াছি । সিমুল গাছ, পূর্বে, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে ; কিন্তু, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে ; এখন, আলিঙ্গন করিলে, সর্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়’ । এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শন পূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পূর্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন ।

পূর্ব বারে, অমার্জ্জনীয় অনবধানদোষ বশতঃ, নির্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, এ জন্য, ক্রমা প্রার্থনা পূর্বক, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিতেছি, বেটপ বিদ্যাবাগীশ দলের যেক্রপ গুণকীর্তন করিলাম, তাহাতে কেহ এক্রপ না ভাবেন, আমাদের মতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই একবিধ, তাঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ নাই। আমরা, সরল হৃদয়ে, ধর্মপ্রমাণ নির্দেশ করিতেছি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ে এক্রপ অনেক মহাশয় ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহাদিগকে দেখিলে, ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে, অন্তঃকরণ প্রকৃত প্রীতিরসে পূর্ণ, ও প্রভূত ভক্তিরসে আর্দ্র, হয়। তাঁহারা, যশোহর ধর্মরক্ষিণী সভার আজ্ঞাবহ দলের ন্যায়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য নহেন। তাঁহাদের সদসদ্বিবেক, উচিতানুচিতবিবেচনা প্রভৃতি, এ কাল পর্য্যন্ত, লয় প্রাপ্ত হয় নাই। তুচ্ছ লাভের লোভে, অবলীলা ক্রমে, ধর্মাদ্বৈতবিবেচনায় বিসর্জন দিতে পারেন, তাঁহারা সেক্রপ প্রকৃতি ও সেক্রপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।

সন ১২৯১ সাল।

২৫ আশ্বিন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু তারাশ্রম যুখোপাধ্যায়
যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

সবিনয়ং সবহমানং নিবেদনম্

গোড় দেশের সর্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের সর্বপ্রধান স্মার্ত জীল
শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিহারত্ন ভট্টাচার্য্য, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা
প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার
চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়া-
ছিলেন, সমাচারচন্দ্রিকানামক সংবাদপত্রের ৭৩ ভাগের ১২১
সংখ্যায়, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই চমৎকারিণী বক্তৃতা, যথোচিত
যত্ন ও সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, পাঠ করিয়া, আমার অন্তঃ-
করণে যে সমস্ত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তৎসমুদয়, লিপিবদ্ধ
করিয়া, ব্রজবিলাস নামে, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। গ্রন্থের
অধিকতর গৌরববর্দ্ধনবাসনায়, এই অপূর্ণ মহাকাব্য, শ্রীমতী
যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর অতিকমনীয় কোমলতম চরণ-
কমলে, চন্দনচর্চিত কুমুমাঞ্জলি স্বরূপ, সমর্পিত হইতেছে। আপনি,
দয়া প্রদর্শন পূর্বক, এই অতি অকিঞ্চিৎকর অথচ অতি মনোহর
উপহারপ্রদানবার্ত্তা শ্রীমতী সভা দেবীর শ্রবণগোচর করিলে,
আমি নিরতিশয় অনুগৃহীত হইব। কিমধিকেনেতি।

সন ১১৯১ সাল

১লা আশ্বিন।

অম্মুগ্রহপ্রত্যাশাপন্ন
কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য



বজ্রবিলাস।

বাগদাতা	১৮/১১/২০২৬
ডাক নং	১৮/১১/২০২৬
পরিগ্রহ নং	১৮/১১/২০২৬
পত্র গ্রহণের তারিখ	২০/৭/২০২৬

প্রথম উল্লাস।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদমস্তক গুণ রতনে মণ্ডিত॥
শুভ ক্রমে তাঁরে মাতা ধরিল। উদরে।
নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে॥
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি।
রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি॥
রসিকের চুড়ামণি সর্বগুণাকর।
সুশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর॥
স্ববোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়।
যেই যে বিধান চায় সেই তাহা পায়॥
এ বিষয়ে কেহ নাহি তাঁহার সমান।
এক মাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান॥
তাঁহার গুণের কিছু করিব বর্ণন।
অবহিত চিন্তে সবে করই শ্রবণ॥

যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাণু ; তোমার এত বড় আত্মপূজা কেন । তুমি, বামন হয়ে, আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও । তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিগগজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণন করিবে । আমার উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহসা আমার হেয়জ্ঞান করিবেন না । আমি এক জন ; যথার্থ কথা বলিতে গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই । আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই । ‘বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও’, এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন । আমি কিন্তু, ঠাট্টা না ভাবিয়া, শ্লাঘা জ্ঞান করিতেছি । আমাদের বংশমর্যাদা অতি বৈশাড়া । বামন বংশের আদিপুরুষ তারতর্ঘ্যের পঞ্চম অবতার । তিনি, ত্রিলোকবিজয়ী বলি রাজার স্বজ্ঞেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি ফেলাৎ, কি কারখানা, করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও আপনাদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে নাই ।

বাপ কা বেটা সিপাহী কা ধোড়া

কুছ না রহে তব ভি ধোড়া ।

যদিও, যুগমাছায়ে, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে, কিছু ত থাকিবে । তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন ; আমরা কি, তাঁহার বংশের তিলক হইয়া, আকাশমণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারি না । অবশ্য পারিব । আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি ঘাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি,

তিনি আকাশের চাঁদ নছেন, নদিয়ার চাঁদ (১) । নদিয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদা বাহাদুরের পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য বলিয়া বোধ হয় না ।

এক সময়ে, চৈতন্য দেব, নদিয়ার চাঁদ বলিয়া, খ্যাত হইরাছিলেন । বোধ হয়, তাঁর রঙটা বেশ ফরসা ছিল, তাই তাঁকে নদিয়ার চাঁদ বলিত । যথার্থ ঞ্চন প্রকাশ অনুসারে বলিতে গেলে, বিজ্ঞানত্ব খুড়ই নদিয়ার প্রকৃত চাঁদ । নদিয়ার চাঁদ, অর্থাৎ নদিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন । তাঁহার পূর্বে, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর, রঘুনন্দন প্রভৃতি নদিয়াকে যেমন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, জ্ঞানানু বিজ্ঞানত্ব খুড়, নিজঙণে, তদপেক্ষা শত সহস্র ঞ্চণে, অধিক উজ্জ্বল করিয়াছেন । বলিতে কি, খুড় যে এত বড় জাগ্যধর হইবেন, ইহা, কণ কালের জন্তে, আমাদের কাহারও ধ্যেগালে আইসে নাই ।

(১) আমি এ স্থলে, জ্ঞানানু রজন্য বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম । কিন্তু, জ্ঞানতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সত্য দেবী, ইতিপূর্বে, জ্ঞানানু ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে নববীপচয় অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন । উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্গপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরণের । সুতরাং, উভয়েই নববীপচয় অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু, এ পর্য্যন্ত, এক সময়ে, দুই চাঁদ দেখা যায় নাই । সুতরাং, এক জন বই, দুজনের নদিয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু, উভয়ের মধ্যে, এক জন এক বারেই বকিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না ; এবং, ঐ উপলক্ষে, দুজনে হুত্বহুতি ও হুত্বহুতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভাল দেখায় না । এ জন্য, আমার বিবেচনায়, সমাংগ করিয়া, দুজনকেই, এক এক অর্ধচয় দিয়া, সজুই করিয়া, বিদ্যার রত্ন উচিত । জ্ঞানতী যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সত্য দেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন কল্পতা ঘাট পাতিয়া লইলে, আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ বিসংবাদ থাকে না । এক্ষণে, তাঁর ধারণা মরজি হয় ।

দ্বিতীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্তু ভাগ্যং

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ।

জীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা দেবতারা

জানেন না, মানুষে কেমন করিয়া জানিবে ।

ইতি পূর্বে বলিয়াছি, আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন । কিন্তু, অন্যমনস্ক হইয়া, এ পর্য্যন্ত আত্মপরিচয় দিতে পারি নাই । এজন্য, যদিও আপনারা, সাহস করিয়া, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারুন, মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই । বোধ করি, পরিচয় দিতে বিলম্ব করা আর, কোনও মতে, উচিত হইতেছে না । যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে, আমি কে, ও কি ধরণের জানোয়ার, তাহা জানিবার জন্য, আপনারা ছটফট করিতেছেন । যদি বলেন, তবে পরিচয় দিতে এত বিলম্ব ও আড়ম্বর করিতেছ কেন । তাহার কারণ এই, পরিচয় দিলেই, ভুর ভাঙিয়া যাইবে ; তাহা অপেক্ষা, চালাকি ও গোলমাল করিয়া, যত ক্ষণ আপনাদিগকে ফাঁকি দিতে পারি, সেই লাভ, সেই বাহাদুরি । যদি বলেন, লোককে ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রের কর্ম । এ বিষয়ে বক্তব্য এই, আপনারা ভদ্র কাহাকে বলেন, তাহা আমি জানি না । অভিধানে ভদ্র শব্দের যে অর্থ শিখিয়াছিলাম, সে অর্থের ভদ্র শব্দে নির্দেশ করিতে পারা যায়, এরূপ লোক দেখিতে পাই না । তবে

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

ইহর লোকে ভদ্র লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিয়া থাকে ।

এই ব্যবস্থা অনুসারে, আমরা, শ্রীমান্ নদিয়ার চাঁদ বিজ্ঞা-
রত্ন খুড় প্রভৃতি, এ কালের ভদ্রেশকবাচ্য, মহাপুরুষদিগের
দৃষ্টান্ত অনুসারে, চলিতে শিখিতেছি। কিছু কাল অভ্যাস
করিলে, হয় ত, ব্যুৎপত্তিবলে, তাঁহাদের ঘাড়ে চড়িয়া
বসিব। ইহার পর, আর তাঁহারা আমাদের কাছে কলিকা
পাইবেন না।

বাঁশের চেয়ে কন্দি দড়।

শিষ্যবিজ্ঞা গরীয়সী ॥

আমি বড় মজার লোক, বাজে গোল করিয়া, মিছা সময়
নষ্ট করিতেছি। পরিচয় দিতে আর বিলম্ব করা, বোধ
হয়, ভাল দেখাইতেছে না। পার্থক মহাশয়েরা শুনুন,
আমি কে। শুনিয়া কিন্তু, আপনারা অবাক হইবেন,

আমি উপযুক্ত ভাইপো।

কেমন, এখন, আমি কে, চিনিলেন। যদি কেহ বলেন,
চিনিতে পারিলাম না; তাঁর বাপ নির্বংশ হউক। কি
পাপ! কি বালাই! কি বিড়ম্বনা! অনায়াসে, আমার
পরম রমণীয় প্রফুল্ল মুখকমল হইতে, অতি বিষম অভি-
সম্পাতবাক্য বিনির্গত হইল। অথবা, সে জন্তে ভাবনাই
বা কি; কলিকালে ত অভিসম্পাত ফলে না; যদি ফলিত,
রক্ষা থাকিত না। বিজ্ঞাভুড়ভুড়ি বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহা-
শয়েরা, কথায় কথায়, অভিসম্পাত দিয়া থাকেন।
তাহাতে, এ পর্য্যন্ত, কার কি হয়েছে। চুলায় ঘাউক, আর
বাজে কথায় কাজ নাই।

যদি বলেন, তুমি এত কাল কোথায় ছিলে । তুমি যে আজও নরলোকে বিরাজমান আছ, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই কেন । ইহার উত্তর এই, আমি অজগরের ন্যায় অলস, কুস্তকর্ণের ন্যায় নিদ্রালু ; সহজে নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা করে না ; আর, নিদ্রাগত হইলে, সহজে নিদ্রাভঙ্গ হয় না । বিবেচনা করিতে গেলে, আমি এক রকম খুব সুখে কাল কাটাইতেছি । তবে কি জানেন, শ্রীমান্ বিজ্ঞাবাগীশ খুড়দের বাড়াবাড়ি দেখিলে, উপযুক্ত ভাইপো হইয়া, উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, ধর্মবহির্ভূত ব্যবহার হয় । এজন্য, বহুবিবাহ বিষয়ক বিচারের সময়, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমান্ তারানাথ ভরুবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য খুড় মহাশয়কে কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম । সম্প্রতি, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ নদিয়ার চাঁদ শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্ন ভট্টাচার্য্য খুড় মহাশয়, বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিচার উপলক্ষে, যে অদৃষ্টের, অশ্রুতপূর্ব পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু উপদেশ না দিলে, আমার মত স্বার্থ উপযুক্ত ভাইপোর উপর, পরোপাতিতা দোষের আরোপ হইতে পারে ; নিরবজ্জিন্ন সেই ভয়ে, বিজ্ঞারত্ন খুড়কে উচিত মত উপদেশ দিতে, বদ্ধপরিকর হইলাম ।

ইতি শ্রীব্রজবিলাসে মহাকাব্যে কল্পচিত্র উপযুক্ত ভাইপোস্ত কৃতো
প্রথম উল্লাসঃ ।

দ্বিতীয় উল্লাস ।

শুনিয়াছিলাম, নবদ্বীপ গোড় দেশের সৰ্বপ্রধান সমাজ ।
শ্রীমান্ ত্রজনাপ বিজ্ঞানত্ব খুড় সেই সৰ্বপ্রধান সমাজের সৰ্ব-
প্রধান আৰ্ত্ত । সুতরাং, এ দেশে, স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে,
বিজ্ঞানত্ব খুড় জুড়ি নাই । তিনি যে ব্যবস্থা দেন, তাহা,
বেদবাক্যের ন্যায়, অজান্ত ও অকাট্য ; কেহ, সাহস করিয়া,
তাহাতে দোষারোপ করিতে অগ্রসর হয় না । তাঁহার
বিষয়ে অনেক প্রশংসার কথা শুনিতাম ; এবং, শুনিয়া
শুনিয়া, তাঁহার উপর বেয়াড়া ভক্তি জন্মিয়াছিল । কিন্তু,
কখনও তাঁহাকে পাপচক্রে নিরীক্ষণ করি নাই । এজন্য, সদা
সৰ্বদা মতলব করিতাম, যেখানে পারি, একবার শ্রীমান্
নগিন্দার চাঁদকে নয়নগোচর করিয়া, যানবজ্ঞান সফল
করিব । দৈবযোগে, এক দিন, অশুভ কালে, বিনা চেষ্টায়,
তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম । দেখিয়া কিন্তু, আমার পূৰ্ব-
সঙ্কিত ভক্তিভাব উড়িয়া গেল । অবাক ও হতজ্ঞান হইয়া,
ভাবিতে লাগিলাম, ও মা ! ইনিই ত্রজনাপ বিজ্ঞানত্ব ;
ইনিই এ দেশের সৰ্বপ্রধান সমাজের সৰ্বপ্রধান আৰ্ত্ত ;
ইহারই এত প্রশংসা শুনিতাম ; ইঁহাকেই এত দিন এত
ভক্তি করিতাম । বলিতে কি, আমার মনটা বেয়াড়া খারাপ
হইয়া গেল ।

আমি পূৰ্বে কখনও বিভ্রালাগরকে দেখি নাই । এক
দিন ইচ্ছা হইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে,

অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আসিব । তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলাম । অব্যবহিত দ্বার, কেহ বারণ করিল না; একবারে উপরে উঠিয়া, তাঁহার ঘরে প্রবেশ হইলাম; দেখিলাম, লোকারণ্য । এক টেবিলের চারিদিকে, সাত আট জন বলিয়া আছেন; আর এক দিকে, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দাঁড়াইয়া আছেন । তাঁহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন, ঐটি বিজ্ঞাসাগর, ঐটি ভাটপাড়ার আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, ঐটি নব-দ্বীপের প্রধান স্মার্ত ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্ন । শ্রবণমাত্র, এক উত্তোঙ্গে হুই মনস্কামনা পূর্ণ হইল, এই ভাবিয়া, আত্মলাভে গদগদ হইলাম । বিজ্ঞারত্ন ও বিজ্ঞাসাগর, উভয় জানোয়ারকেই, কিয়ৎ কণ, অনিমিষ নম্রনে, নিরীক্ষণ করিলাম । দেখিলাম, শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড়, উকীলের মত, বক্তৃত্তা করিতেছেন; বিদ্যাসাগর বাবাজী, জজের মত, তাঁহার বক্তৃত্তা শুনিতেছেন । উপবিষ্ট বিষয়ী লোক গুলি বিদ্যারত্নকে লইয়া আসিয়াছেন । দণ্ডায়মান লোকগুলি বিজ্ঞাসাগরের নিকটে আসিয়াছিলেন; আজ আপনারা কাম বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন; তাঁহার, চলিয়া না গিয়া, দাঁড়াইয়া ভাষা দেখিতেছেন । প্রায় হুই ঘণ্টা কাল, যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, ও বুঝিলাম; পার্থক্য-বর্ণের অবগতি জন্ম, সে সমস্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে ।

সাতক্ষীরার জমিদার বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে । তাঁহার হুই স্ত্রী ও চারি পৌত্র বিজ্ঞমান । হুই

স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র, দুই দুই পুত্র রাখিয়া, পিতার জীবদ্দশায়, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক পুত্রের দুটি ঔরস পুত্র, এক পুত্রের দুটি দত্তক পুত্র। ঔরস পৌত্রের উপনয়ন হয় নাই, দত্তক পৌত্রের উপনয়ন হইয়াছে। প্রাণনাথ বাবুর আন্ধ কে করিবেন, এ কথা উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের গুরুদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন ব্যবস্থা দেন, উপনীত দত্তক পৌত্র আন্ধ করিবেন। তদনুসারে, দত্তক পৌত্র, চতুর্থ দিবসে, প্রাণনাথ বাবুর আন্ধ করিলেন। আন্ধসভায়, অনেক বড় বড় বিজ্ঞাবাগীশ খুড়, উপস্থিত থাকিয়া, কার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং, এই আন্ধ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইল, এই মর্মে এক ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

অনুপনীত পৌত্রের পিতামহী, সপত্নীর পৌত্র আন্ধ করিল, তাঁহার পৌত্র আন্ধ করিতে পাইল না, ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং দত্তক পৌত্রের ক্রুত আন্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ হয় নাই, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার নিষিদ্ধ, বড় বড় বিজ্ঞাবাগীশ খুড়দিগকে ডাকাইলেন। ইহা কাহারও অবিদিত নাই, বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা ব্যবস্থা বিষয়ে কম্পতরু। কম্পতরুর নিকটে যে মাছ প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, বিজ্ঞাবাগীশ খুড়দের নিকটে যে বেক্লপ ব্যবস্থা চায়, সে তাহা পায়, কেহ কখনও বঞ্চিত হয় না। তবে একটু বিশেষ এই, কম্পতরুর নিকট তৈলবট দাখিল করিতে

হয় না ; বিজ্ঞাবাগীশ খুড়রা, বিনা তৈলবটে, কাহারও উপর নেক নজর করেন না । যাহা হউক, তাঁহাদের দয়াশ্রুতি ও উপদেশবলে, একাদশ দিবসে, পুনরায় প্রাণনাথ বাবুর আদ্র হইল । অনেকের ভাগ্যে একটা আদ্রই জুটিয়া উঠে না ; প্রাণনাথ বাবুর কি সৌভাগ্য, তিনি অন্যায়সে, উপ-
 ধ্যুপরি, দুইটা আদ্র ভোগ করিলেন । এই আদ্রমতাবেও, বড় বড় বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, উপস্থিত থাকিয়া, কার্য শেষ করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন ।

আদ্রের পরেই, প্রাণনাথ বাবুর সমস্ত বিষয় চক্রিণ পরগণার কালেক্টর সাহেবের হস্তে গেল । দুই আদ্রই, বাজারে দেনা করিয়া, সম্পাদিত হইয়াছিল ; এজন্য, উক্ত পক্ষকেই, আদ্রের খরচের জন্য, কালেক্টর সাহেবকে জানাইতে হইল । তিনি কহিলেন, এক বাটীতে এক ব্যক্তির দুই আদ্র কেন হইল, ইহার কারণ না জানাইলে, তিনি টাকা দিতে পারিবেন না । দত্তকপক্ষীরে, বিভাগাগরের নিকটে গিয়া, যাহাতে তাঁহারা টাকা পান, তাহার উপায় করিয়া দিতে বলিলেন । বিভাগাগর, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিলেন, আপনাদের টাকা পাইবার কোনও প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না । আপনারা যথা-
 শাস্ত্র কার্য করিয়াছেন । আপনারা কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন, গুরুদেব জ্ঞানকীর্জীবন ন্যায়রত্ন আদেশ করিয়া-
 ছিলেন ; উদম্মমারে, আপনারা চতুর্থ দিবসে আদ্র কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন । ইহাতেও যদি তিনি ওজর করেন, আমায় বলিবেন, আমি উপায় করিয়া দিব । তাঁহারা,

বিজ্ঞানাগরের উপদেশ অনুসারে, কালেক্টর সাহেবকে জামাইলেন ।

প্রথম শ্রাদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে হয় নাই, এজন্য আমা-
দিগকে, একাদশ দিবসে, পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে,
ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় পক্ষের আর জবাব দিবার পথ ছিল না ।
সুতরাং, প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ, দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে
হইয়াছে, এই মর্ম্মের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ আবশ্যক হইয়া
উঠিল । তাঁহারা অধমতারণ ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্ন খুড়র
শরণাগত হইলেন । বিজ্ঞারত্ন তাদৃশ ব্যবস্থা দিতে সম্মত
হইলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে বিজ্ঞানাগরের নিকটে
আসিয়া কহিলেন, আমি একটি ব্যবস্থার কথা বলিব,
শুনিয়া আপনাকে সম্মতি দিতে হইবেক । বিজ্ঞানাগর
কহিলেন, আপনকার যাহা বক্তব্য আছে, বলুন । তদনু-
সারে, বিজ্ঞারত্ন বিজ্ঞাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

কিয়ৎ কণ পরে, বিজ্ঞারত্ন এমন একটি বচন আরম্ভ
করিলেন যে, তাহা দ্বারা, প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও দ্বিতীয়
শ্রাদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া, বোধ হইতে পারে । এই বচন
শুনিয়া, বিজ্ঞানাগর বিজ্ঞারত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
আপনি ও পক্ষের ব্যবস্থা কি দেখিয়াছেন● বিজ্ঞারত্ন
অস্মানবদনে উত্তর করিলেন, দেখিয়াছি কি, আমি ঐ
ব্যবস্থার নাম স্বাক্ষর করিয়াছি । বিজ্ঞানাগরের বোধ ছিল,
বিজ্ঞারত্ন ঐ ব্যবস্থায় সম্মত নহেন, এজন্য বিপরীত পক্ষের
সমর্থন করিতেছেন । বিজ্ঞারত্ন পূর্ব ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর
করিয়াছেন, এখন আবার ঐ ব্যবস্থায় দোষারোপ করিয়া,

বিপন্নীত পক্ষের পোষকতা করিতে প্ররুত হইয়াছেন ; ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি ক্লিন্নৎকর্ণ হতবুদ্ধির মত হইয়া রহিলেন, অনন্তর বিজ্ঞানত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি চান কি ; আপনি ত বড় মজার লোক ; পূর্বে যে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার, ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, বিচার করিতে বলিয়াছেন । আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন পূর্বে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তখন কি ঐ বচনটি আপনকার উপস্থিত হয় নাই । বিজ্ঞানত্ব, সহস্র বদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন কখন দেখা যায় । এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, বিজ্ঞানাগর কহিলেন, বিজ্ঞানত্ব মহাশয়, ও কথা উঠেঃ স্বরে কহিবেন না । ঐ দেখুন, ম্যুনাথিক পঞ্চাশ জন ভদ্র লোক দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছেন । ইহারা নানা স্থানের লোক ; এখান হইতে বহির্গত হইয়াই, বলিতে আরম্ভ করিবেন, নবম্বীপের প্রধান স্মার্ত আপন মুখে কবুল দিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন কখন দেখা যায় না । ব্যবস্থা দেওয়া আপনকার জীবিকা ; কিন্তু, ঐ কথা সর্বত্র প্রচারিত হইলে, আপনকার জীবিকার হানি হইবেক । এই বলিয়া, বিজ্ঞানাগর প্রণয়মান লোক গুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমি আপনাদের নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনারা ঐ কথা কোথাও ব্যক্ত করিবেন না ; করিলে, ত্রাস্থণের অন্ন মারা যাইবেক ।

ইহা কহিয়া, বিজ্ঞানাগর বিজ্ঞানত্বকে বলিলেন, বিজ্ঞানত্ব মহাশয়, আপনিও কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, আমিও

কিছু শিখিয়াছি ; আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, আমিও পারি । কিন্তু, ওরূপ পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার বৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয় । বলিতে কি, আপনাদের আচরণের জন্তে, ব্রাহ্মণজাতির মান একবারে গিয়াছে । আর আপনকার বিস্তাপ্রকাশের প্রয়োজন নাই ; যথেষ্ট হইয়াছে ; স্বস্থানে প্রস্থান করুন । এই বলিয়া, বিস্তাসাগর তাঁহাকে ও তাঁহার সমভিব্যাহারী মহাশয়দিগকে বিদায় করিয়া দিলেন । আমরাও সকলে, দেখিয়া শুনিয়া, অম্বাক্ হইয়া, চলিয়া গেলাম ।

নবদ্বীপ এ দেশের সৰ্ব্বপ্রধান সমাজ ; বিস্তারত্ব সেই সৰ্ব্বপ্রধান সমাজের সৰ্ব্বপ্রধান স্মার্ত বলিয়া গণ্য ও মান্য ; তাঁহার চাঁদযুখে স্বর্ণেরে শুনিলাম, ব্যবস্থা দিবার সময়, বচন কখন দেখা যায় না । জ্ঞানকীজীবন ন্যায়রত্ন যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছিলেন । বিস্তারত্ব খুড় পূর্বে ঐ ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন ; কিন্তু, অপর পক্ষের নিকট হইতে, পছন্দসই তৈলবট হস্তগত করিয়া, আজ আবার ঐ ব্যবস্থা অব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত । এ দেশের মুখে ছাই ; এ দেশের সৰ্ব্বপ্রধান সমাজের মুখে ছাই ; এ দেশের সৰ্ব্বপ্রধান সমাজের সৰ্ব্বপ্রধান স্মার্তের মুখে ফুল চন্দন । বাঁহাদের এরূপ ব্যবহার, তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক, এ হতভাগা দেশের হতভাগা লোকের সে বোধও নাই, সে বিবেচনাও নাই ।

ইতি ত্রিভঙ্গবিলাসে মহাকাব্যে কস্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত কৃত্তো

দ্বিতীয় উল্লাসঃ ।

তৃতীয় উল্লাস।

কিছু দিন হইল, নলডাঙ্গার চেঙনা রাজা বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম ও দেশাচারবিরুদ্ধ ধর্ম; তিনি সে বিষয়ে হাত দিয়াছেন; এজন্য, তাঁহাকে জব্দ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার ধর্মপরায়ণ বিচক্ষণ সভ্য মহোদয়েরা, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্ন প্রভৃতি লম্বোদর খুড় মহাশয়দিগকে সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞারত্ন খুড়, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এই মর্মে এক ব্যবস্থা লিখিয়া, সমবেত সভ্যগণ সমক্ষে, পাঠ করিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থা দেখিয়া, আমি যৎপরোনাস্তি আত্মলাদিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। ব্যবস্থা দিবার সময় বচন কচন দেখা যায় না, পূর্বে তাঁহার চাঁদমুখে এই যে অতি প্রশংসনীয় কমনীয় সাধু ভাষা শুনিয়াছিলাম, ঐ ব্যবস্থা সর্বাংশে তদনুযায়িনী হইয়াছে, ইহা দেখাইবার নিমিত্তই, আমার এই উল্লাস ও আড়ম্বর।

সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত শ্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড়, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, কোমর বাঁধিয়াছেন। এ বিষয়ে বিজ্ঞাসাগরের প্রচারিত পুস্তক খানি, একবার, মন দিয়া, আগাগোড়া দেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। ইহা যথার্থ বটে বিজ্ঞাসাগর, তাঁহাদের মত, বেহুদা পণ্ডিত নহেন; তাঁহাদের মত, বেয়াড়া ধর্মনিষ্ঠ নহেন; তাঁহাদের মত,

সাধুসমাজের অমুগত ও আজ্ঞামুখী নহেন; তাঁহাদের মত, সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনাতন ধর্মের রক্ষা বিষয়ে তৎপর ও অগ্রসর নহেন। এমন কি, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃ স্মরণীয়, বহুদর্শী, বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে খুঁচান পর্যন্ত বলিয়া থাকেন। সুতরাং, তিনি ক্রীমান্ ত্রজনাত্ম বিজ্ঞারত্ব খুড় প্রভৃতি, সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত, মহা-মহোপাধ্যায়, মহাপুরুষদিগের সঙ্গে গণনীয় হইবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন। কিন্তু, ইহাও দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, বিভ্রাসাগর লিখিতে পড়িতে এক রকম বেস মজবুত; যখন বাহা লিখেন, তাহা সহসা কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে সকলে, বাস্তবিক ভাল লোক বলিয়া, প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণের যুখে শত সহস্র বার শুনিয়াছি, বিভ্রাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দোষারোপ করিবার পথ নাই। বিভ্রাত্তের ব্যবস্থা দেখিয়া, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ঐ অপবিত্র পুস্তক, কন্সিন্ কালেও, তাঁহার পবিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। অথবা, তিনি সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার অবিস্মৃত কি আছে। সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্র, তাঁহার দিব্য চক্ষুর উপর, সর্বক্ষণ, নৃত্য করিতেছে। এমন স্থলে, স্মৃতি শাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে, বিভ্রাপ্রকাশ আবশ্যক হইলে, বিভ্রাসাগরের পুস্তক চুল্লার বাড়ক, কোনও পুস্তক দেখিবার কোনও দরকার করে না। অথবা সর্বপ্রধান সমাজ নবদীপ! ধন্য কণজয়া ত্রজনাত্ম! ধন্য দেবহর্লভ বিভ্রারত্ব উপাধি!

আমি, এ যাত্রায়, শ্রীমান্ বিজ্ঞানতত্ত্ব খুড়র সঙ্গে রীতিমত বিচার করিতে প্ররস্ত নহি। যদি কোনও মুখআলগা লোক, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, অস্মান বদনে, বলিয়া বলেন, তবে তুমি ভয় পাইয়াছ। তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই, আমি বড় ডাঙপিটে, কোনও কারণে ভয় পাইবার ছেলে নই। উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র সঙ্গে, বিচার করিতে পিছপাঁও হইবেন, যদি কেহ, ভুল জ্ঞান্তি-তেও, সেরূপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড় ধানী, যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় হাকিম, যত বড় আমলা, যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহর গাল, বলরূপে গোলাপের মত টুকটুকেই হউক, আর রামছাগলের মত চাঁপদাড়িতে সুসজ্জিত ও সুশোভিতই হউক, ঠাস ঠাস করিয়া, দশ বার জোড়া চড় মারিয়া, সেই বেআদবকে, চিরকালের জন্যে, ত্বরন্ত করিয়া দিব। ইহার জন্যে যদি, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর স্তম্ভ বিচারে, ও অকাট্য কর্তা অনুসারে, ক্রমান্বয়ে হয় মাস, কঁাসি ঘাইতে হয়, তাহাও মঞ্জুর। আমি যে কেবল মুখে আশ্ফালন করিতেছি, কেহ যেম তাহা না ভাবেন। ইতিপূর্বে, শ্রীমান্ তর্কবাচস্পতি খুড়র সঙ্গে কেমন ছুড়ছড়ি করেছি, তাহা কি আপনারা জানেন না, না কখনও শুনে নাই। এ যাত্রায়, খুড়র কাছে দুইচারিটি প্রশ্ন করিব। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে, রীতিমত বিচারে প্ররস্ত হইব। যদি উপেক্ষা করিয়া, অথবা ভয় পাইয়া, অথবা আর কোনও নিগূঢ় কারণের বশবর্তী

হইয়া, খুড় মহাশয় উত্তর দামে বিবুধ হন, হুও হুও
বলিয়া, হাততালি দিয়া, ইয়ারবর্গ লইয়া, কিয়ৎ কণ,
আনন্দে নৃত্য করিব; পরে, রীতিমত বিচারে প্রেরিত হইয়া,
মড় মড় করিয়া, খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব ।

যদি বলেন, খুড়র ঘাড় ভাঙিলে, খুড় মরিয়া যাইবেন ।
তাহার উত্তর এই, খুড়র ঘাড় বড় মজবুদ, সহজে ভাঙে,
কর সাধ্য । আর, যদি ভাঙিয়াই যায়, তাহাতে আমি
নাচার । আমি মনকে বুঝাইব, খুড়র কপালে লেখা ছিল,
উপরুক্ত তাইপোর হস্তে সদাতি হইবেক, তাহাই ঘটিয়াছে;
কিহিনির্বন্ধ অতিক্রম করে, কর সাধ্য । আর, ইহাও বুঝিয়া
লেখা আবশ্যক, যদি, ভাগ্য ক্রমে, উপরুক্ত তাইপোর
চেতা ও বড়ে, খুড়র সদাতিলাভ হয়, তাহাতে উভয়েরই
প্রশংসা, উভয়েরই জন্ম-সার্থক । যদি বলেন, খুড়র ঘাড়
ভাঙিলে তোমার পাপ জন্মিবে । তাহার উত্তর এই,
পাপের জন্ম আমার তত হুর্ভাবনা নাই । এ দেশে কোম
কর্ম করিলে, পাপক্ষার্ণ বা জাতিপাত ঘটিয়া থাকে ।
হেলে কেলার, ত্রাঙ্কণ পণ্ডিতের এবং পবিত্র-সামুসমাজের
বিচক্ষণ বহুদর্শী চাঁই-মহোদয়দিগের সুখে, কখনও কখনও
গুনিজাম, অপেরপানে, অতল্যভকণে, অগম্যাগমনে
পাপক্ষার্ণ ও জাতিপাত হয় । এখন, সে সকল কথা
জ্ঞানি বা প্রচারণা, অথবা মিহা ভয় দেখান বা পরিহাস
করা মাত্র বোধ হইতেছে । পাপজনক বা জাতিপাতকর
হইলে, এ দেশের বিপুল সামুসমাজে, ঐ সকল কর্মের
অমুষ্ঠান বা অমুদ্যোগ চর্চাচক্ষে দেখা যাইত না । সচরাচর

দৃষ্ট হইতেছে, সুরাপানে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না ; নাহেবদের মত খানা খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না ; বিষয়াপন্ন লোকে, বাড়ীতে ছাড়ি ও মুসলমান পাচক নিযুক্ত করিয়া, ধোয়াংক শূকরমাংস প্রভৃতি বিশুদ্ধ বস্তু পাক করাইয়া খাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না ; বেশ্যালয়ে, মত্ত মৎস স্বেদন পূর্বক, আমোদ আহ্লাদ করিয়া, রাত্রি কাটাইলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইতেছে না । কলকথা এই, এ দেশে অপেরপানে, অভ্যস্তকণে, অগম্যাগমনে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হয়, তাহার কোনও নজির বা নিদর্শন পাওয়া যায় না (১) । এমন স্থলে, উপযুক্ত ভাইপো খুড়র বাড়ি ভাঙিলে, পাপস্পর্শ বা জাতিপাত হইবেক, ইহা, কোনও ক্রমে, আমার অন্তঃকরণে লইতেছে না । যদিই, উপযুক্ত ভাইপোর কপালগুণে, খুড়র বাড়ি ভাঙিলে পাপস্পর্শ ও জাতিপাত ঘটে, তাহার কি আর নিষ্কৃতি নাই । খুড়র বাড়ি ভাঙিলে, হয় গোহত্যা, নয় ব্রহ্মহত্যা, পাতক হইবেক । গুনিয়াছি, এ উভয়েরই যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত-

(১) বহি বলেন, এ স্থলে তুনি মিথ্যা, অবস্থা, আভ্যর্থনা, ভ্রূষাতি, বাটপাতি, জাল সাকী, জাল দলীল, জাল মোকদ্দমা প্রভৃতির উল্লেখ করিলে না কেন । তাহার কারণ এই, ঐ সমস্ত, পবিত্র নারায়ণের নিরন্তর অনুষ্ঠান ও আন্তরিক অনুমোদন দ্বারা, বহু কাল হইল, সদাচার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । ঐ সকল নারায়ণসম্মত সদাচারকে যে অস্বাভাবিক নরায়ণ দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবেক, তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই । এ বিষয়ে, আমি শ্রীমতী বশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীকে সাক্ষিনী মান্য করিতেছি ।

বিধান আছে । যদি স্পষ্ট বিধান না থাকে, বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা চিরজীবী হউন, মনের মত তৈলবট সামনে ধরিলে, তাঁহারা একবারে অসামান্য ও দিগ্বিদিক্জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িবেন, এবং প্রকুল চিত্তে, হয় বচন গাড়িয়া, নয় বজ্রদ বচনের ষাড় ভাঙিয়া, অগ্ন্যাম বদনে, নিখিরকিচ ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন ; তাহা হইলেই, সাধুসমাজে আর কোনও ওজর আপত্তি থাকিবেক না ।

এ স্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক, ‘এ দেশে কোম কৰ্ম করিলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইয়া থাকে’, ইতি-পূর্বে, সামান্যাকারে, এই যে নির্দেশ করিয়াছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক হয় নাই । কারণ, বিধবার বিবাহ দিলে, বিধবা বিবাহ করিলে, অথবা বিধবাবিবাহের সংশ্রবে থাকিলে, পাপস্পর্শ ও জাতিপাত হইয়া থাকে । এজন্তাই, তাদৃশ ব্যক্তির পবিত্র সাধুসমাজে পরিগৃহীত হইতেছে না । সাধুসমাজ কাহাকে বলে, ঘটকচূড়ামণি শ্রীমান্ জনমেজয় বিজ্ঞাবাগীশ খুড়কে জিজ্ঞাসা করিলে, সবিশেষ জানিতে পারিবেন । যদি বলেন, ইনি কে । ইনি একগুণে শ্রীমতী বশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সত্তা দেবীর এক প্রধান নারক । আগে, ইহাকে, এক জন আধকারিয়া উকীল বলিয়া জানিতাম ; এখন দেখিতেছি, ইনি সর্ব শাস্ত্রের অধিতীয় ভুঁইকোঁড়, বীমাংসাকর্ষা ; শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্ন, তথা শ্রীমান্ ভুবনমোহন বিজ্ঞারত্ন, তথা শ্রীমান্ রামধন তর্ক-পঞ্চানন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন খুড় মহাশয়েরা আর ইহার কাছে কলিকা পান না ।

কালে কিংবা ন হুস্ততে ।

কালে কিংবা না দেখা যায় ।

স্বাহা হউক, এই প্রাশংসনীর দেশের অতি প্রাশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত, নিরতিশয় প্রাশংসনীয়, নির্মল, সনাতন ধর্মের অপার মহিমা । ! ! বোধ করি, এমন নিরেট, টনটনিয়া, নিখিরকিচ ধর্ম ভূমণ্ডলে আর নাই । ইহার কমাণ্ড ও হজমশক্তি অতি অদ্ভুত । ইনি অপেরপান, অভক্ষ্য-স্তব্ধ, অগম্যাগমন প্রভৃতি অনান্যাসে কমা করিতে-ছেন, হজম করিতেছেন । এইরূপ অদ্ভুতকমজাশালী হইয়াও, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না, কেবল একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে, অর্থাৎ বিধবাবিবাহে, ইনি কিঞ্চিৎ অংশে দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখাইতেছেন । ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনাতন ধর্ম লোক ভাল, তার সম্ভেদ নাই ; কিন্তু, তিনি বড় পক্ষপাতী ; পুরুষজাতির উপর, তিনি যত সদয়, স্ত্রীজাতির উপর, তিনি তত সদয় নছেন । আমার বিবেচনায় কিন্তু, তাঁহার উপর এ অপবাদ প্রবর্তিত হইতে পারে না । কারণ, তিনি স্ত্রীজাতির উপরেও বেয়াড় সদয় । দিব্য চক্ষে বর-বর দেখিয়া লও, তিনি স্ত্রীজাতির ব্যভিচার, জ্ঞানহত্যা, বেখ্যারুত্তি, অবলম্বন প্রভৃতি, অকাতরে, বিনা ওজরে, কমা করিতেছেন, হজম করিতেছেন । তবে, তাহাদের পুনর্বাসন বিবাহে যে যৎকিঞ্চিৎ গোলযোগ করিতেছেন, তাহা, ধরাধরি করিতে গেলে, একপ্রকার দোষের কথা বটে । আমি কিন্তু, এই সামান্য দোষ ধরিয়া, তাঁহার উপর

ভূতীয় উল্লাস ।

Acc 22230
0212106 ২১

চলিতে চাহি না । কারণ, ইহা সর্ববাদিসম্মত হির বিজ্ঞান,
এক আধারে সকল গুণ বর্ধে না ;
এবং সুপ্রসিদ্ধ বিচারসিদ্ধ কথাও আছে,
পাখা সকল তার বইতে পারেন,
কেবল ভাতের কাঁঠিটি সহিতে পারেন না ।



এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সাধুসমাজের অভিমত
নির্মল সনাতন ধর্মের এই আংশিক দুর্বলতা বা পক্ষ-
পাতিতা দেখিয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া কদাচ উচিত মহে । এ
দেশের সাধুসমাজের সমুদ্রি, সম্বিবেচনা, সংগ্রহণিত প্রভৃ-
তির পূর্বাগর যেরূপ অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,
এবং, সেই প্রাশংসনীয় সাধুসমাজের অভিমত নির্মল সনা-
তন ধর্মের অপার মহিমা, অহরহঃ, যেরূপ প্রত্যক্ষ হই-
তেছে, তাহাতে এ উভয়কে যুক্তকণ্ঠে অকপট সাধুবাদ
প্রদান করা সর্বদেশীয় সর্ববিধ ব্যক্তি যাদের সর্বতোভাবে
অবশ্যকর্তব্য কর্ম ; যিনি না করিবেন, তিনি, ত্রিমতী
মলোচ্ছরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর অকাটা করতা অনু-
সারে, ধর্মদ্বারে পতিত হইবেন ।

আঁহারা আমাকে জানেন, তাঁহারা মনে করেন, আমি
বড় চতুর, চালাক, বুদ্ধিজীবী জন্ত । আঁহারা কেন আমাকে
ওরূপ ভাবেন, তাহা আনুষ্ঠানিক জানি না । যোধ হয়, আমি
বড় কাকিলচালাক, তাঁহাদের চক্রে মূলিপ্রক্ষেপ করিয়া,
অন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাই তাঁহারা ওরূপ মনে করেন ।
স্মৃতি কথা বলিতে গেলে, আমি, বিজ্ঞাবাগীশ খুড়দেহ মত,
গর্দভচুড়ামনি ; নতুবা, অকারণে, এত কেচকেচ করিতেছি

ও অগড়ম বগড়ম বকিত্তেছি কেন । অথবা, বাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা, এ দেশের সাধুসন্ন্যাসে, বড় আদরণীয় ও প্রশংসনীয় হন, ইহা দেখিয়া, বিবম লোভে পড়িয়া, অসামান্য হইয়া, এরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীল শ্রীমুক্ত বটকচূড়ামণি জনমেজয় বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয় এ বিষয়ের জ্ঞাতব্যমান জলজিয়ন্ত দৃষ্টান্ত। এই খুড় মহাশয়, বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, এক বিচিত্র কল্পতা লিখিয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সত্তা দেবীর চতুর্ষ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, পাঠ করিয়াছেন। সত্তাহ মহামহোপাধ্যায় বিজ্ঞাবাগীশের পাল, এই বক্তৃতা শ্রবণে মাত হইয়া, বটকচূড়ামণিকে শত শত বান্ধ ধন্যবাদ ও কপিরত্ন (১) এই উপাধি দিয়াছেন; এবং শ্রীমতী সত্তা দেবীও, প্রিয়তম মায়কের বক্তৃতারসে গলিয়া গিয়া, দেশের ধর্মরক্ষার দোহাই দিয়া, এই অদ্ভুত বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। দেখুন, শ্রীমান জনমেজয় খুড় মহাশয়, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে, বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন হইয়াও, নিরবচ্ছিন্ন কেচকেচ ও কাজিলচালাকি করিয়া, কেমন ধন্যবাদ মারিয়াছেন। ইহা দেখিয়া, লোভসংবরণ করা, বাহাদের কাজিলচালাকি করা রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে, সহজ ব্যাপার নহে। ধন্যবাদের বাজার এত সস্তা দেখিয়া, কেইবা কেচকেচ ও কাজিলচালাকি করিতে ছাড়িবেক।

বাহা হউক, এরূপ চমৎকারিণী, চিত্তহারিণী বক্তৃতার

সমুচিত সমালোচনা হওয়া, সর্বজ্যোতাবে, উচিত ও আব-
শ্যক । কিন্তু, এই বিদকুটে সমালোচনা যার তার কর্ম নহে ।
যেমন ঐশ্বর্য্য, তেমনই সমালোচক চাই । যেমন বুনো ওল,
তেমনই রামা তেঁতুল, অথবা, সাধুভাষায় বলিতে গগনেশ,
যেমন হুহুর তেমনই মুণ্ডর, না হইলে, বিশিষ্টরূপ কল-
হায়ক হইয়া উঠে না । কলকথা এই, আমার মত ফাঁজিল,
চালাক, হুঁসিয়ার ছোকরা ভিন্ন, অন্য কোনও মহামহো-
পাধ্যায় এই ঐশ্বের, প্রকৃত প্রস্তাবে, সমালোচনা করিতে
পারিবেন, ইহা কোনও মতে সম্ভব নহে । সুতরাং,
অগত্যা, আমাকেই এই ঐশ্বের সমালোচনা ত্রেতে দীক্ষিত
হইতে হইবেক । ইহাতে আমি কিছুমাত্র ক্লেশবোধ বা
লোকসানজ্ঞান করিব না ; কারণ, এই অপূর্ব ঐশ্বের সমা-
লোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, যত মজা, যত আনন্দ পাইব,
বোধ হয়, এ জন্মে আর আমার ভাগ্যে সেরূপ ঘটা সম্ভব
নহে । ত্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড়র নিকট যে করটি প্রাণ করি-
তেছি, ঐ সকল প্রাণের উত্তর পাইলেই, এক ক্ষুরে দুই
খুড়র মাথা মুড়াইব ; কারণ, দুই খুড়রই বিজ্ঞাপ্রকাশ
একই রকমের ; অর্থাৎ,

এ পিঠিও পিঠি দুই পিঠি সমান ।

সুতরাং, এক উজোগেই, উভয় খুড়র সম্মান ও সদাতিদান
হইবেক, স্বতন্ত্র অমুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকিবেক না ।

তেনৈব চ সপিণ্ডঃ তেনৈবাসিকমিষ্যতে ।

এক অমুষ্ঠানেই সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট সম্পন্ন হইয়া যায় ।

ইতি ত্রীজবিলাসে মহাকাব্যে কল্পচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত কূর্তে

তৃতীয় উল্লাস : ।

চতুর্থ উল্লাস ।

শ্রীমান্ নদিয়ার চাঁদ প্রজনাথ বিজ্ঞানতত্ত্ব খুড় বহাশর, শ্রীমতী
বশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভায় আহুত হইয়া, বিধবাবিবাহ
বিষয়ে যে বক্তৃতা লিখিয়া, সমবেত সমস্ত সভ্যগণের, ও
স্বাক্ষৃত তামাসাগির বহুসংখ্যক দর্শকগণের, সম্মুখে পাঠ
করিয়াছেন, ও তদুপলক্ষে বেধড়ক ধম্মবাদ পাইয়াছেন,
তাহার আরম্ভ ভাগ ও উপসংহার ভাগ মাত্র আপাততঃ
আলোচিত হইতেছে। এই দুই অংশই তাঁহার বক্তৃতার
সারভাগ; মধ্যবর্তী অংশে কেবল কেচকেচ, কাজিস-
চালাকি, ও স্মৃতিশাস্ত্রে যে কিছু মাত্র বোধ ও অধিকার
নাই, তাহার অসম্বন্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন; এ
জন্ত, অনাবশ্যক বিবেচনার, সে অংশের আলোচনা এ
বৈঠকে স্থলভূবি রাখা গেল। পরে, ইস্তাহার দ্বারা সময়
নির্দ্ধারিত করিয়া, সে অংশেরও, মাকিক আইন, বিচার
পূর্বক, চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া যাইবেক।

আরম্ভ ভাগ ।

সকলংশো নিপততি সকলং কথ্য প্রদীয়তে।

সকলদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সভাং সকলং ॥

ইত্যনেন মনুনা সকলদানবিধানাং বিহিতদানোক্তরগ্রহণশ্চেব
বিবাহপদার্থদ্বাং সূতরাং পুনর্বিবাহোহসম্ভব ইতি ।”

বিষয়বিভাগ এক বার হয়, কল্যাণদান এক বার হয়, দিলাম এই বাঁকা
প্রয়োগ এক বার হয়; এই তিন সাধুদের এক বার। এই বচনে মনু

এক বার দানের বিধি দিয়াছেন এবং যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ তাহাই বিবাহশব্দবাচ্য, সুতরাং পুনর্যার বিবাহ অসম্ভব ।

ইহার তৎপর্য্য এই, মনু এক বার মাত্র কন্যাদানের বিধি দিয়াছেন; সুতরাং, এক বার কন্যা দান করিলে, সে কন্যার পুনরায় আর দান হইতে পারে না । কন্যাকর্তা যথাবিধি কন্যার দান করেন, সেই দানের পর, বর যথাবিধি কন্যার যে গ্রহণ করেন, তাহারই নাম বিবাহ । সুতরাং, এইরূপ যথাবিধি দান ও যথাবিধি গ্রহণ ব্যতিরেকে, স্ত্রী পুরুষের যে মিলন, তাহা বিবাহ বলিয়া পরিগৃহীত নহে । যখন, এক বার কন্যাদান করিলে, সে কন্যার পুনরায় আর দান হইতে পারে না, তখন বিবাহিতা কন্যার পুনর্যার বিবাহ কোনও মতে সম্ভবিত্তে পারে না ।

বিভারতু খুড় মহাশয় এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত; সুতরাং, এক্ষণে, স্মৃতিশাস্ত্রের সর্বপ্রধান মীমাংসাকর্তা । তাঁহার চাঁদমুখ বা স্বর্ণময়ী লেখনী হইতে, যখন যাহা বহির্গত হয়, তাহাই, বেদবাক্যের ন্যায়, অজাস্ত ও অকাট্য, সে বিষয়ে এক পয়সারও, এক কানা কড়িরও, সন্দেহ নাই । তাঁহার মীমাংসাতে দোষারোপ করিতে উদ্ভত হওয়া অতি বড় আশ্চর্য্যের কথা, ও অতি বড় মহাপাতকের কর্ম্ম, তাহারও কোনও সন্দেহ নাই । এজন্য, কেহ, সাহস করিয়া, সে বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারেন না । কিন্তু, উপ-যুক্ত ভাইপোর সঙ্গে, খুড় মহাশয়ের যেরূপ পবিত্র সম্পর্ক, তাহাতে উপযুক্ত ভাইপো, খুড়ের মীমাংসা লইয়া, যৎ-কিঞ্চিৎ আমোদ আহ্লাদ করিলে, সাধুসমাজে অপদম্ব

বা নিন্দাজান হইতে হইবেক, এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না । এজন্য, আস্তে আস্তে, দুই একটি প্রসঙ্গ করিতে আগ্রসর হইতেছি ।

প্রথম প্রসঙ্গ ।

স তু যজ্ঞজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা ।

বিকর্মস্বঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োহপি বা ॥

উঢ়াপি দেয়া সাত্ত্বশ্চৈ সহাভরণভূষণা (১) ।

যাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অজ্ঞজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেষ্টচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে, উচ্চা অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যাকেও, বজ্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অন্য পাত্রে দান করিবেক ।

এই লক্ষ্মীছাড়া বচনের সহিত, খুড় মহাশয়ের অভ্রান্ত, অকাট্য নীমাংসার, আপাততঃ, বিরোধের মত বোধ হইতেছে । খুড় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই, এক বার কন্যাদান করিলে, সে কন্যার পুনরায় আর দান হইতে পারে না ; এবং, দান পূর্বক গ্রহণ না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না ; সুতরাং, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ অসম্ভব । কিন্তু, উপরি দর্শিত কাত্যায়নবচনে, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দানের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে ।

আর, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দানের যে কেবল বিধিই দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ নহে ; পিতা বিবাহিতা বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দান করিয়াছেন, তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । যথা,

(১) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিদ্ধান্ত কাত্যায়নবচন ।



অৰ্জুনস্তাভাজঃ শ্রীমানিরাবানাম বীৰ্য্যবান্ ।

সুতায়ান্ নাগরাজস্ত জাতঃ পার্ধেন ধীমতা ।

ঐরাবতেন স্তা দত্তা হনপত্যা মহাত্মনা ।

পত্যো হতে সুপর্ণেন রূপণা দীনচেতনা (২) ॥

নাগরাজের কন্যাকে অৰ্জুনের, ঐরাবান্ নামে, এক শ্রীমান্, বীৰ্য্যবান্ পুত্র জন্মে । সুপর্ণ কর্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা, বিষণ্ণা, পুত্রহীনা কন্যা অৰ্জুনকে দান করেন ।

এক্ষণে, সৰ্ব্বপ্রধান সমাজের সৰ্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত শ্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড় মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই, বিবাহিতা কন্যার পুনর্বিবাহ আর দান হইতে পারে না, তাহার এই সিদ্ধান্তের সহিত, কাব্যায়নবচনের ও পঞ্চম বেদ মহাভারতের বিরোধ ঘটিতেছে কি না ; এবং, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন কখন দেখা যায় না, তিনি পূৰ্বে, অতি প্রশংসনীয় কমনীয় সাধুভাষায়, এই যে কবুল দিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত উহার একটি অকাট্য নজির খাড়া হইতেছে কি না ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ।

খুড় মহাশয় বিবাহের যে লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাও, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে, সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না । যথা,

বিহিতদানোত্তরপ্রাপ্তব বিবাহপদার্থত্বাৎ ।

যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহশব্দবাচ্য ।

অর্থাৎ, বিধি পূৰ্ব্বক কন্যার দান, ও সেই দানের পর, বিধি পূৰ্ব্বক কন্যার যে গ্রহণ, তাহাকেই বিবাহ বলে ।

সুতরাং, যেখানে এ উভয়ের অসম্ভাব, অর্থাৎ বিধি পূর্বক দান ও গ্রহণ নাই, সে স্থলে বিবাহ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না ।

বিবাহ অষ্টবিধ ; ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, আশ্বর, গাক্ষর্য, রাক্ষস, পৈশাচ (৩) । যে স্থলে, কন্যাকে, যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, স্বয়ং আহ্বান পূর্বক, সৎপাত্রের দান করা যায়, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ (৪) । যে স্থলে, কন্যাকে, যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানব্যাপ্ত ব্যক্তিকে, দান করা যায়, তাহার নাম দৈব বিবাহ (৫) । যে স্থলে, বরের নিকট হইতে গো-যুগল গ্রহণ করিয়া, কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম আৰ্য বিবাহ (৬) । যে স্থলে, উভয়ে মিলিয়া ধর্মের অনুষ্ঠান কর, ইহা কহিয়া, বিবাহার্থী ব্যক্তিকে কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ (৭) । যে স্থলে, বরপক্ষের নিকট হইতে ধন গ্রহণ পূর্বক, কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম আশ্বর বিবাহ (৮) । যে স্থলে, বর ও কন্যা, পরস্পর অনুরাগ বশতঃ, আপন ইচ্ছা অনুসারে, দম্পতিভাবে মিলিত

(৩) ব্রাহ্মো দৈবস্তদৈবার্ঘ্যঃ প্রাজাপত্যশ্বাস্বরঃ ।

গাক্ষর্যো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাক্ষরমোহধমঃ ॥ মনু । ৩ । ২১ ।

(৪) ব্রাহ্মো বিবাহ আশ্বর্য দীযতে শত্ব্যলঙ্কৃত । যাজ্ঞবল্ক্য । ১ । ৫৮ ।

(৫) যজ্ঞহার্যজ্ঞৈঃ দৈবঃ । যাজ্ঞবল্ক্য । ১ । ৫৯ ।

(৬) আদ্যার্যজ্ঞ গোযয়ম্ । যাজ্ঞবল্ক্য । ১ । ৫৯ ।

(৭) ইত্যুক্তা চরতাং ধর্ম্যং সহ যা দীযতেহর্ষিনে । স কায়ঃ । যাজ্ঞবল্ক্য । ১ । ৬০ ।

(৮) আশ্বর্যো ব্রহ্মবিলাসঃ । যাজ্ঞবল্ক্য । ১ । ৬১ ।

হয়, তাহার নাম গাঙ্কর বিবাহ (৯) । যে স্থলে, কন্যার কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বল পূর্বক কন্যাহরণ করে, তাহার নাম রাক্ষস-বিবাহ (১০) । যে স্থলে, ছল পূর্বক কন্যাহরণ করে, তাহার নাম পৈশাচ বিবাহ (১১) ।

একণে, খুড় মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই, যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহশব্দবাচ্য, তাহার নির্দ্ধারিত এই বিবাহ লক্ষণ গাঙ্কর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই তিন বিবাহে খাটিতেছে কি না । গাঙ্কর বিবাহ, বর ও কন্যার স্নেহাভি, সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দান ও গ্রহণের কোনও সংশয় নাই; দায়ী যুদ্ধাই রাজি, কি করিবে কাজি; বর কন্যায়, রাজি হইয়া, কাজ শেষ করিলে, বাপের আর চালাকি করিবার দরকার থাকিতেছে না (১২) । কন্যার কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, বল পূর্বক কন্যাহরণের নাম রাক্ষস বিবাহ; ছল পূর্বক কন্যাহরণের নাম পৈশাচ বিবাহ; এই দুই স্থলে, দান ও গ্রহণের সম্ভাবনাই নাই । সুতরাং, যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহ-শব্দবাচ্য, এই লক্ষণ ঐ তিন বিবাহে খাটা অসম্ভব বোধ হইতেছে । যদি না খাটে, তবে মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকর্তারা যে এই তিনকে বিবাহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়; এতৎ, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন

(৯) গাঙ্করঃ সময়ানিধঃ । যাজ্ঞবল্ক্য । ১ । ৬১ ।

(১০) রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ । ১ । ৬১ ।

(১১) পৈশাচঃ কন্যাকাঙ্ক্ষাৎ । যাজ্ঞবল্ক্য । ১ । ৬১ ।

(১২) অথোঃ সকামরোর্মিতাপিহুরহিতো যোনো গাঙ্করঃ । বিষ্ণু । ২৪ অধ্যায় ।

কচন দেখা যায় না, এই কবুলের আর একটি নজির খাড়া হয় কি না ।

উপসংহার ভাগ ।

যদি চাপরিতোষো বিদুষাং তদা পরাশরবচনং বাগ্দত্তা-
বিষয়মিতি অত্রায়ম্ভাবঃ যস্মৈ বাগ্দানং কৃতং তস্মিন্ বিদেশ-
গতে মৃত্যুতে পতিতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ জ্ঞীণাং মহতী বিপ-
দেব সম্ভবতি তৎ কারণং জ্ঞেয়তাম্, অজ্ঞাতবিদেশগমনাদি-
দশায়াং যেভ্যো বাগ্দানং কৃতং তেহু বিদেশাদিগতেহু
অনন্তগতিকানাং তাদৃশজ্ঞীণাং বিবাহং বিনা তাদৃশবিপ-
দুদ্ধারঃ কদাপি ন সম্ভবতি, বাচা দত্তেতি কাশ্যপবচনেন
বাগ্দত্তাদীনাং জ্ঞীণাং বিবাহকরণে নিন্দাপ্রবণাং তৎপরি-
ণয়নে কেবামপি প্রবৃ্ত্তির্ন স্ম্যাৎ অতঃ সম্পূর্ণা আপদুপস্থিতা ।
তত্রৈব পরাশরবচনং প্রতিপ্রসববিধায়কং নতু বিবাহিতায়াঃ
পুনর্বিবাহবিধায়কং তথাহে প্রাপ্তকুম্বাদিবচনবিরোধ-
পত্তিরিতি* ।

ইহাতে যদি পণ্ডিতগণের পবিতোষ না জন্মে, তবে পরাশরবচন
বাগ্দত্তা কল্পার বিষয়ে । ইহার অভিপ্রায় এই, যে ব্যক্তিকে কল্পার
বাগ্দান করা গিয়াছে, সে বিদেশগত, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত, ও
ক্লীব স্থির হইলে, জ্ঞীদিগের বড়ই বিপদ ঘটে । তাহার কারণ শুন,
যে সময়ে বিদেশগমনাদি ঘটে নাই, তখন বাহাদিগকে কল্পার বাগ্দান
করা হয়, তাহার বিদেশাদিগত হইলে, অনন্তগতি তাদৃশ জ্ঞীদিগের
বিবাহ ব্যতিরেকে তাদৃশ বিপদুদ্ধার কদাপি সম্ভবে না । বাচা দত্তা এই
কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তা প্রভৃতি জ্ঞীদিগের বিবাহকরণে নিন্দাকীৰ্ত্তন আছে,
তজ্জন্ত তাহাদিগকে বিবাহ করিতে কাহারও প্রবৃ্ত্তি না হইতে পারে,
সুতরাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত, পরাশরবচন এই বিষয়েই বিশেষ

বিধি হইতেছে, বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের বিধিদায়ক নহে ;
সে রূপ হইলে, পূর্বোক্ত মহু প্রভৃতির বচনের সহিত বিরোধ ঘটে ।

শ্রীমানু বিজ্ঞারত্ন খুড়র সিদ্ধান্ত এই, পরাশরের বিবাহ-
বিধি বাগদত্তা কন্যার বিষয়ে, অর্থাৎ বাগদত্তা কন্যার বর
বিদেশগত, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত ও ক্লীব স্থির হইলে,
সেই কন্যার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইতে পারিবেক,
পরাশর এই বিধি দিয়াছেন ; বিবাহিতা কন্যার পুনর্বার
বিবাহ তাঁহার অভিমত নহে ।

খুড় মহাশয়ের চাঁদমুখ হইতে যখন যে ফয়তলা নির্গত
হয়, তাহাই অভ্রাস্ত ও অকাট্য ; দোষের মধ্যে, ব্যবস্থা
দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না, তদীয় এই কবুলের
এক একটি নজির খাড়া হইয়া পড়ে ।

তৃতীয় প্রশ্ন ।

নষ্টে মৃত্যুতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।
পঞ্চাংগপংসু নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোমিতং পতিম্ ।
অপ্রমৃত্যু তু চত্বারি পরতোহন্তং সমাশ্রয়েৎ ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রমৃত্যু সমাত্রয়ম্ ।
বৈশ্যা প্রমৃত্যু চত্বারি দ্বৈ বর্ষে ত্তিতরা বসেৎ ॥
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোমিতযোষিতাম্ ।
জীবতি ঞ্জয়মাণে তু স্তাদেষ দ্বিগুণে বিধিঃ ॥
অপ্রমৃত্যৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেমা প্রজাপতেঃ ।

অতোহন্যগমনে স্ত্রীণামেব দোষো ন বিজ্ঞাতে (১) ॥

স্বামী অল্পবয়স্ক হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব

(১) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাহপদ ।

স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, জ্বীদিগের পুনর্কার বিবাহ শাস্ত্র-
বিহিত। স্বামী অমুদ্রেশ হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয়া জ্বী আট বৎসর প্রতীক্ষা
করিলে; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর; তৎপরে
বিবাহ করিলে। ক্ষত্রিয়জাতীয়া জ্বী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিলে; যদি
সন্তান না হইয়া থাকে, তবে তিন বৎসর। বৈশ্যজাতীয়া জ্বী, যদি
সন্তান না হইয়া থাকে, চারি বৎসর, নতুবা দুই বৎসর। শূদ্রজাতীয়া
জ্বীর প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অমুদ্রেশ হইলেও, যদি জীবিত
আছে বলিয়া শুল্কিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত কালের দ্বিগুণ
কাল প্রতীক্ষা করিলে। কোনও সংবাদ না পাইলে, পূর্বোক্ত কাল-
নিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব, এই কয় স্থলে, জ্বীদিগের
পুনর্কার বিবাহ দোষাবহ নহে।

নারদসংহিতার এই অংশ খুড় মহাশয়ের দিব্য চক্ষুর গোচর
হইলে, তিনি, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, এই বচন বাগদত্তা-
বিষয়ক বলিয়া, অত্রান্ত, অকাট্য সিদ্ধান্ত করিতে অগ্রসর
হইতেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, যদি এই বচন
বাগদত্তাবিষয়ক হইত, তাহা হইলে, অমুদ্রেশ স্থলে, সন্তান
হইলে এক প্রকার কালনিয়ম, সন্তান না হইলে আর
এক প্রকার কালনিয়ম, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।
অতএব, খুড় মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই পরাশরবচন
বাগদত্তা বিষয়ে ব্যবস্থাপিত হইলে, নারদসংহিতার সহিত
বিরোধ ঘটে কি না।

চতুর্থ প্রশ্ন।

শ্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড়র নিকট আর একটি প্রশ্ন এই ;
যে ব্যক্তিকে কন্যার বাগদান করা যায়, সে সগোত্র,
চিররোগী, যথেষ্টচারী, অন্যজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে,

ঐ বাগদত্তা কন্যার কিরূপ গতি হইবেক । কারণ, খুড়র সিদ্ধান্ত এই, পরাশর, বাগদত্তা কন্যার পক্ষে, বর বিদেশ-গত, মৃত, পতিত, প্রতজিত ও ক্লীব স্থির হইলে, বিবাহের বিধি দিয়াছেন । যখন, এই পাঁচটি স্থল ধরিয়া, বাগদত্তা কন্যার পক্ষে, বিবাহের বিধি দেওয়া হইয়াছে; তখন, তত্ত্বিম্ব স্থলে, কি রূপে বাগদত্তা কন্যার বিবাহ হইতে পারে। মনে কর, কেহ, সজাতীয় স্থির করিয়া, কোনও ব্যক্তিকে কন্যার বাগদান করিয়াছে; পরে জানা গেল, সে ব্যক্তি অন্য-জাতীয়; এক্ষণে, ঐ বাগদত্তা কন্যাকে সেই অন্যজাতীয় পাত্রে দেওয়া যাইবেক; কিংবা, সজাতীয় অন্য পাত্র স্থির করিয়া, তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাইবেক; অথবা, খুড় মহাশয়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, বাগদত্তা কন্যাকে যে পাঁচ স্থলে অন্য পাত্রে দিবার বিধি আছে, এ সে পাঁচের অন্তর্গত স্থল নহে; সুতরাং, তাহার আর বিবাহ হইবার পথ নাই; এজন্য, তাহাকে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবেক । এই সন্দেহভঞ্নের জন্য, খুড় মহাশয়ের নিকট, এই লক্ষ্মীছাড়া প্রশ্নটি অগত্যা উপস্থিত করিতে হইল ।

পঞ্চম প্রশ্ন ।

বাচাদত্তেতি কাশ্যপবচনেন বাগদত্তাদীনাং স্ত্রীণাং বিবাহ-করণে নিন্দাশ্রবণাং তৎপরিণয়নে কেদামপি প্রবৃতির্ন স্ত্র্যাং অতঃ সম্পূর্ণা আপভূপস্থিতা তত্রৈব পরাশরবচনং প্রতি-প্রসববিধায়কম্ ।

বাচাদত্তা এই কাশ্যপবচনে বাগদত্তা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহকরণে নিন্দাকীর্ণ আছে, এজন্য তাহাদিগকে বিবাহ করিতে কাহারও

প্রভৃতি না হইতে পারে, স্মৃতরাং সম্পূর্ণ আপন উপস্থিত । পরাশর-
বচন সেই বিষয়েই বিশেষবিধি হইতেছে ।

খুড় মহাশয়ের উপসংহারভাগের এই অংশটি দেখিয়া,
আমার সন্দেহ হইতেছে, ‘যখন আসরে নাযিব, তোমাদের
হইয়াই নাচিব ও গাইব’, এই আশয় দিয়া, নলডাক্তার
চেঙনা বাহাদুরের নিকট হইতে, তৈলবট লওয়া হইয়াছে ।
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঘারা, কৌশল করিয়া, তাঁতিকুল,
বৈষ্ণবকুল, উভয় রক্ষা করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, বিধবা-
বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অসম্ভব, এইরূপ লিখিয়া, স্ত্রীমতী
যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর মন রাখিয়াছেন ; আর,
উপরি নির্দিষ্ট অংশটুকু লিখিয়া, নলডাক্তার চেঙনা
বাহাদুরের মান রাখিয়াছেন । এক্ষেত্রে, স্পষ্ট প্রতীয়মান
হইতেছে, বিধবার বিবাহপক্ষে স্ত্রীমান্ বিচারত্ব খুড়র
সম্পূর্ণ আন্তরিক টান আছে, অন্য পক্ষে কেবল যৌষিক ।
কারণ, বিবাহের পক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অকাটা ;
বিবাহের বিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা টেকসই নয় ।
পরাশরবচন বাগদত্তা কন্যার বিষয়ে, এই যে কথা বলিয়া-
ছেন, সে ছেলেখেলা মাত্র ; কারণ, এ দিকের চন্দ্র ও
দিকে উঠিলেও, পরাশরবচন বাগদত্তাবিষয়ক, ইহা কদাচ
সাধ্যস্ত হইবার নহে । আর, এ দিকে, কাশ্যপবচনে বাগদত্তা
প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহের যে নিষেধ আছে, সেই নিষেধ
রহিত করিয়া, পরাশর বিবাহের বিশেষ বিধি দিয়াছেন,
এই যে নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা অকাটা । নলডাক্তার
চেঙনা বাহাদুরকে, প্রথমতঃ, লক্ষ্মীছাড়া ও বন্ধেশ্বর ঠা-

রাইরাহিলাস; এক্ষণে দেখিতেছি, ইনি এক জন খুব ভুখড়
সিয়ান হোকরা ; বিজ্ঞারত্ন খুড়কে হাত করিয়া, ভিতরে
ভিতরে, কেমন কাজ ওছাইয়া লইয়াছেন । অথবা, তিনি
দেখিতে যেরূপ শিষ্ট ও শাস্তপ্রকৃতি, তাহাতে এটি তাঁহার
বুদ্ধির খেলা বলিয়া বোধ হয় না । মজুমদার বলিয়া, তাঁহার
যে একটি বেদড়া মন্ত্রী আছেন, এটি তাঁরই তেঁদড়ামি ।

অমায়িক, উদারচিত্ত, শ্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড় মহাশয়
লিখিয়াছেন, কাশ্যপবচনে বাগদত্তা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের
বিবাহে নিম্পাকীর্জন আছে ; স্মৃতরাং, কেহ তাহাদিগকে
বিবাহ করিতে সম্মত হইবেক না ; পরাশর সেই বিষয়েই
বিশেষ বিধি দিয়াছেন ; অর্থাৎ, বাগদত্তা প্রভৃতির বর
ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, তাহাদের পুনর্বার বিবাহ হইতে
পারিবেক, পরাশর এই বিধি দিয়াছেন । খুড় মহাশয়ের
উল্লিখিত কাশ্যপবচন এই ;—

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্ধ্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ ।

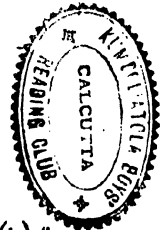
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ॥

উদকম্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা ।

অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা ।

ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ (১) ॥

বাচাদত্তা অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা অর্থাৎ
মনে মনে যাহাকে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে
বিবাহসূত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকম্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান
করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন
হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে,



পুনৰুপ্রভবা অর্থাৎ পুনরুত্তর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে ; কুলের অধম এই মাত পৌনর্ভব কন্যা বর্জন করিবেক । এই মাত কাশ্যপোক্তা কন্যা, বিবাহিতা হইলে, অগ্নির দ্বারা, কুল দগ্ধ করে ।

খুড় মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, এই কাশ্যপবচনে যাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পরাশর, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, তাহাদের বিবাহের বিধি দিয়াছেন । সূতরাং, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বাচ-দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পানি-গৃহীতিকা, অগ্নিং পরিগতা, পুনরুপ্রভবা, এই মাত প্রকার কন্যার বিবাহ বিধিসিদ্ধ হইতেছে । তন্মধ্যে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পানিগৃহী-তিকা অর্থাৎ যাহার পানিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই তিন কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক । এই তিন কন্যার পতি মৃত, পতিত, প্রব্রজিত প্রভৃতি স্থির হইলে, খুড় মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, পরাশরের বিশেষবিধির বলে, তাহাদের বিবাহ হইতে পারিতেছে । সূতরাং, বিজ্ঞানাগরের ব্যবস্থার সহিত, খুড় মহাশয়ের মীমাংসার, আর কোনও অংশে, অণুষ্ঠাত্র প্রভেদ বা বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না । এক্ষণে সকলে দেখুন, খুড় মহাশয়, কেমন চালাকি খেলিয়াছেন ; ক্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর দিব্য চক্ষে শূলিনুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়া, নলডাঙ্গার তৈলবটের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন কি না ।

যে জাহাঙ্গীর মহামহোপাধ্যায় বিভাবাগীশ খুড়দের
রাক্ষস বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করেন, তাঁর বাপ নির্বংশ ।

যষ্ঠ প্রশ্ন ।

যে প্রসিদ্ধ পরিবারে, পরম-পবিত্র গোমাংস প্রভৃতি পাক
করিয়া দিবার নিমিত্ত, বিচক্ষণ মুসলমান পাচক, আর বিশুদ্ধ
শূকরমাংস পাক করিয়া দিবার নিমিত্ত, উপযুক্ত হাড়ি
পাচক নিযুক্ত থাকে, সেই পবিত্র পরিবারের অতি পবিত্র
পুত্রোহিতকুলে দোষস্পর্শ হইতে পারে কি না ।

যদিও বিধবাবিবাহের সহিত, ঈদৃশ প্রশ্নের কোনও সং-
শয় নাই, তথাপি, অনেক দিন অবধি, এই বিষয়টি জামি-
নার নিমিত্ত, আমরা অনেকে অতিশয় উৎসুক আছি ।
এজন্য, এই সুযোগে, এই পরম সুন্দর কর্ণসুখকর প্রশ্নটি,
সাময়িক, উদারচিত্ত, নদিয়ার চাঁদ খুড় মহাশয়ের টুকটুকে
রাঙা পায়ে, প্রগাঢ় তত্ত্ববিশেষ সহকারে, চন্দনচর্চিত
পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ, সমর্পিত হইল ।

এই কয় প্রশ্নের উত্তর পাইলেই, বিজ্ঞানতত্ত্ব ও কপিতত্ত্ব,
উভয় খুড় মহোদয়ের সঙ্গে, নানা সঙ্গে, হুড়হুড়ি ও গুঁত-
গুঁতি আরম্ভ করিব । প্রশ্নের উত্তর পাইলে, হুজাম ও ফেসাৎ
উপস্থিত করিবেক, এমন স্থলে, উত্তর না দেওয়াই ভাল, এই
ভাবিয়া, চলাকি করিয়া, লেজ গুটাইয়া; বসিয়া থাকিলে,
আমি ছাড়িব না । আমি খুড়র বড় খাতির রাখি, এজন্য
প্রসন্নমনে, তাঁহাকে এক মাস মিন্দাদ দিতেছি ; এই মিন্দাদ
মধ্যে উত্তর না পাইলে, লক্ষপিত ভুল কাণ্ড অবধারিত
উপস্থিত করিব ; যদি না করি, খুড়র মাথা খাই ।

যদি বলেন, তোমার ঠিকানা জামি না, উত্তর লিখিয়া কোথায় পাঠাইব। তাহার উত্তর এই, আপনি, বাঁহাদের মন যোগাইবার নিমিত্ত, এই দেবদুর্লভ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, আমার প্রেমের উত্তর লিখিয়া, সেই সাধুসমাজের অগ্রগণ্য, বিদকূটে ধন্য, বেয়াড়া মান্য, অসামান্তবুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তাঁহারা যখন, দেশের ধর্মরক্ষার জন্য, কোষর বাঁধিয়াছেন, তখন আপনকার উত্তর যুক্তিত ও প্রচারিত করিতে কখনই পরামুখ হইতে পারিবেন না। যদি এতাদৃশ দেশহিতকর বিষয়ে পরামুখ হন, তাহা হইলে, তাঁহারা, নিঃসন্দেহ, মহাপাতকশ্রুত ও অন্তে অবধারিত অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন। যদি না হন, আমি যেন উদ্ধৃত্ত বাই।

খুড় মহাশয়ের এই অপূর্ব ব্যবস্থা দেখিয়া, কতকগুলি অবোধ, অর্কাটীন, বানরকম্প, অম্পদর্শী লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র পাত্র,

যেমন পোড়ামুখ দেবতা তেমনই ঘুটের ছাই নৈবেদ্য।

অর্থাৎ, শ্রীমতী বশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সত্য যেমন অপূর্ব বিচারালয়, শ্রীমানু বিজ্ঞারত্ন খুড় তহুপযুক্ত ব্যবস্থাদাতা। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, আহ্লাদ করিয়া, আমার কাছেও, ঐরূপ নানা কথা, নানা রঙ্গ চড়াইয়া, বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি কিন্তু, তাহাদিগকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। ইহাভে, শ্রীমানু নবিরান চাঁদ

খুড় মহাশয়, অক্লেশে, দুবিতে পারিবেন, উপযুক্ত ভাইপো
খুড়র দরদেয় দরদী কি না ।

ইহা সভ্য বটে, এ দেশে খুড় ভাইপোয় মুখদেখাদেখি
থাকে না ; সর্বদাই ঘেঘাঘেঘি, গালাগালি, দারাদারি,
কাটাকাটি, বলিতে লজ্জা উপস্থিত হয়, জুতাপেটাপেটি
পর্যন্ত চলিয়া থাকে । খুড় যেমন হউন, আমি কিন্তু
খুড়র তেমন লক্ষীছাড়া ভাইপো নই । যদি সেরূপ
লক্ষীছাড়া ভাইপো হইতাম, তাহা হইলে “উপযুক্ত” এই
দেবদুর্লভ বিশেষণ লাভ করিতে পারিতাম না, এবং খুড়
মহাশয়েরাও, প্রফুল্ল চিত্তে, অকৃত্রিম ভক্তিতাবত্তরে, আমার
পন্নয় পবিত্র, কমবীর, কোমল চরণকমলে, মচন্দন পুষ্পাঞ্জলি
প্রদানে তৎপর ও অগ্রসর হইতেন না ।



কোনও অপরিহার্য কার্য্যবিশেষের অনুরোধে, আমি,
কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত, সভামণ্ডপের বহির্দেশে গিয়াছিলাম ।
আবশ্যক কার্য্যের সমাধা করিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, শুনিতে
পাইলাম, এক মহামহোপাধ্যায় বিজ্ঞাভুড়্ভুড়ি বিজ্ঞাবাগীশ
খুড় বড় সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন । হায় ! হায় ! কেন
আমি এমন সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, এই বলিয়া, মাথায়
চাপড়াইয়া, বৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া, বক্তৃতার প্রশংসা-
কারী ব্যক্তিবর্গের নিকট, বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিলাম,
ঐ বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য কি, আপনারা অনুগ্রহ
করিয়া বলুন । তাঁহারা, মদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়া,

অতি সংক্ষেপে, এই মাত্র কহিলেন, বিজ্ঞাবাগীশ খুড় বলি-
য়াছেন, বিধবাবিবাহসংস্ফুট লোক সকল বিজাতক, অর্থাৎ
তাহাদের জন্মের ব্যত্যয় আছে ; এবং, সভা হু সভা মহো-
দয়গণ, তদীয় চিত্তহারিণী বক্তৃতা শ্রবণে চমৎকৃত ও পুল-
কিত হইয়া, বক্তাকে মুক্তকণ্ঠে শতসহস্র সাধুবাদ প্রদান
করিয়াছেন । এই কথা শুনিয়া, কি কারণে বলিতে পারি-
না, আমি কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধির মত হইয়া রহিলাম ;
অনন্তর, হিরচিতে, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা
করিয়া, উপলব্ধি করিতে পারিলাম, যদি যথার্থই ঐক্লপ
বিজ্ঞাপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, যত্না বিজ্ঞা-
বাগীশ খুড় মহাশয়, নিঃসংশয়, প্রকৃত পণ্ডিতপদবাচ্য
কারণ, নীতিশাস্ত্রে নিরূপিত আছে,

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশুতি স পণ্ডিতঃ ।

যিনি সকলকে আপনার মত দেখেন, তিনি পণ্ডিত ।

যাহা হউক, ঈদৃশ অভাবনীয়, অচিস্তনীয় পাণ্ডিত্য-
প্রকাশ দর্শনে, অনির্বচনীয় প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়া,
উপযুক্ত তাইপো, কায়মনোবাক্যে, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ
করিতেছেন, এই সুশীল, সুবোধ, সুসন্তান, সম্বল, সম্বিবে-
চক, বিজ্ঞাবাগীশ খুড়, চিরজীবী, চিরসুখী, ও চিরস্বরগীয়
হইয়া, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবীর প্রিয়
পোষ্য পুত্র অবতারবর্গের অবিশ্রান্ত অকৃত্রিম আনন্দবর্দ্ধন
করুন ।

ইতি ব্রজবিলাসে মহাকাব্যে কস্তচিৎ উপযুক্ত তাইপোস্ত কৃতৌ

চতুর্থ উল্লাসঃ ।

পঞ্চম উল্লাস ।

ঐতদ্দেশীয় পূজনীয় সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় চাঁই মহোদয়বর্গের নিকট, ক্লুতাঞ্জলিপুটে, বিনয়নত্ৰ বচনে, আমার নিবেদন এই, আমার এই তাঁড়ামি, বা পাগলামি, অথবা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ দেখিয়া, আপনারা যেন আমার বিজ্ঞাসাগরের গোঁড়া, অথবা দলের লোক, না ভাবেন । ইহা যথার্থ বটে, কোনও কোনও কারণে, বিজ্ঞাসাগরের উপর আমার একটু আন্তরিক টান আছে । যেসকল দেখিতে ও শুনিতে পাই, লোকটা অমায়িক, নিরহঙ্কার, পরোপকারী ; যাঁহারা নিকটে যান, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আইসেন । কিন্তু, এই খাতিরে, আমি তাঁহার গোঁড়া বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইতে সম্মত নহি । তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, হৃদয়ঙ্গম এই পর্য্যন্ত বলিতে রাজি আছি, লোকটা বড় মন্দ নয় । এ তিন, আর সকল বিষয়েই, আমি তাঁহার উপর মন্বাস্তিক চটা । না চটিয়া, কেমন করিয়া, চলে বলুন । তিনি পবিত্র সাধুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া চলিতে রাজি নহেন ; নিজে বাহা ভাল বুঝিবেন, তাই বলিবেন, তাই করিবেন ; সাধুসমাজের দিগ্গজ চাঁইদিগের খাতির রাখিবেন না, ও তাঁহাদের নিকলঙ্ক দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিবেন না । এমন লোককে, কেমন করিয়া, মানুষ বলিয়া গণ্য করি, বলুন ।

পূর্বাপর যেসকল দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে হত-

ভাগ্যের বেটার বিষয়বুদ্ধি বড় কম ; এমন কি, মাই বলিলেও, বোধ হয়, অন্তায় বলা হয় না । বিষয়বুদ্ধি থাকিলে, তিনি, কখনই, বিধবার বিবাহকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতেন না । বিধবার বিবাহে ছাড় দিয়া, পবিত্র সাধু-সমাজে, হেয় ও অগ্রদ্বের হইয়াছেন, সকল লোকের গালাগালি খাইতেছেন, এবং শুনিতে পাই, ঐ উপলক্ষে দেমাগ্রস্তও হইয়াছেন । ইহারই নাম,

আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা ।

এই বকমারিকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াতে, তাঁহার নিজের নাকালের চূড়ান্ত হইয়াছে ; এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ, পরম পবিত্র গৌড় দেশকে, সর্বোপরি, সোনার লক্ষা যশোহরপ্রদেশকে, একবারে ছারখার করিতে বসিয়াছেন । এমন বাঁদরামি, এমন পাগলামি, এমন মাতলামি, কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না । বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাত্রাই বলিবেন, অথবা বলিবেন কেন, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, তিনি, নাম কিনিবার জন্তে, দেশের সর্বনাশের পথ করিয়াছেন । দেখুন, বাটীতে বিধবা থাকিলে, গৃহস্থের কত মত উপকার হয় । প্রথমতঃ, যিনি মাইনায়, রাঁধুনি, চাকরানি, মেথরানি পাওয়া যায় ; দ্বিতীয়তঃ, সময়ে সময়ে, বাটীর পুরুষদিগের, প্রকারান্তরে, অনেক উপকার দর্শে ; তৃতীয়তঃ, বাটীর চাকরেরা বিলক্ষণ বশীভূত থাকে, ছাড়াইয়া দিলেও, হতভাগ্য বেটারা নড়িতে চায় না ; চতুর্থতঃ, প্রতিবাসীরা অসময়ে বাটীতে আইসেন ।

এটি নিতান্ত সামান্য কথা নহে; কারণ, যে রূপ দেখিতে পাইওনা যায়, অসময়ে কেহ কাহারও দিক্‌ মাতায় না। যে পাবও এই সমস্ত সুবিধা ও উপকারের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, তাহার মুখদর্শন করা উচিত নয়। হুঃখের বিষয় এই, আমরা স্বাধীন জাতি নহি; স্বাধীন হইলে, এত দিন, কোন কালে, বিজ্ঞানাগর বাবাজি স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেন। কারণ, স্বাধীন সাধুসমাজের তেজীমান্‌ টাঁই মহোদয়েরা, কখনই, এ অত্যাচার, এ অপমান, সহ্য করিয়া, গায়ের ঝাল গায়ে মারিয়া, চুপ করিয়া থাকিতেন না; বিদ্রোহী বলিয়া, বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, এবং আপনানাই, ধর্মপুঞ্জ যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী, ধর্মাসনে বসিয়া, তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া, যথোপযুক্ত আক্কেলসেলাসি দিতেন। হায় রে সে কাল!!! হা জগদীশ্বর! তুমি, কত কালে, সদয় হইয়া, এই হতভাগা দেশকে পুনরায় স্বাধীন করিবে। এরূপ যথেষ্ট আশা আমরা কত কাল সহ্য করিব!!!

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, ব্যভিচার দোষের ও জ্ঞানহত্যা পাপের নিবারণ হইবেক, এ কথা অর্থ কি। ব্যভিচার যদি দোষ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে, এই পবিত্র দেশের অতিপবিত্র সাধুসমাজে, কদাচ এরূপ প্রবল ভাবে প্রচলিত থাকিত না। পুরুষের ব্যভিচার, এ দেশে, দোষ বলিয়া কখনও উল্লিখিত হইতে শুনি নাই; কেবল স্ত্রীলোকের বেলায়, দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু, নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাহাতে বাস্তবিক

কোনও দোষ আছে, এরূপ প্রতীতি জন্মে না। দোষের কথা দূরে থাকুক, ব্যভিচার, পূর্ব কালে, সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল ; কেহ তাহাতে কিছুমাত্র দোষ বিবেচনা করিত না। ইহা সত্য বটে, উদ্ধালক মুনির পুত্র খেতকেতু খুড়, বুড়ি করিয়া, এই সনাতন ধর্মে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন (১)। কিন্তু, তিনি হুনিয়ার মালিক ছিলেন না। তিনি, রাগের বশীভূত হইয়া, না বুঝিয়া স্মরিয়া, এক কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, সকলকে তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবেক, তাহার মানে কি। আর, ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্যভিচার সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত। সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, যাহার বিনাশ নাই, যাহা সর্ব কাল বিরাজমান থাকে। খেতকেতুর এত বড় ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি নিত্য পদার্থের লোপাপত্তি করিতে পারেন। সে ক্ষমতা থাকিলে, সনাতন ব্যভিচার ধর্ম, কোন কালে, লয়প্রাপ্ত হইতেন, একাল পর্য্যন্ত, নির্ধ্বংসে ও অপ্রতিহত প্রভাবে, রাজত্ব ও একাধিপত্য করিতে পাইতেন না। যাহা হউক, যখন ব্যভিচার সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত, এবং যখন সেই সর্বজীবহিতকর সনাতন ধর্ম, পৃথিবীর সর্ব প্রদেশে, বিশেষতঃ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পরম পবিত্র সাধুসমাজে, আবহমান কাল, এত প্রবলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তখন উহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করা ঘোরতর অধর্মের কর্ম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, বিজ্ঞানাগর বাবাজি, সাধুসমাজে চির-

(১) দ্বিতীয় পরিপিষ্ট দেখ।

প্রচলিত সেই প্রশংসনীয় সনাতন ধর্মকে দোষ বলিয়া গণ্য করিয়া, তাহার নিবারণার্থে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত বলিয়া, যে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য করা কদাচ উচিত নহে। ফলকথা এই, ব্যভিচার বন্ধ করিবার নিমিত্ত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, এ কথার অর্থ নাই।

জগহত্যার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নির্বোধ নির্বিবেক শাস্ত্রকারেরা, কি মতলবে বলিতে পারি না, জগহত্যাকে পাপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; সে জন্য ভয় পাইয়া, বিধবার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রকারেরা, নিতান্ত পাগলের মত, কত বিষয়ে কত কথা বলিয়াছেন; কই, আমরা ত সে সকল কথা গ্রাহ্য করিতেছি না; তবে এইটির বেলায়, তাঁহাদের খাতির রাখিবার জন্য, ব্যস্ত হইবার কারণ কি।

কিঞ্চ, জীলোক, গুরুজনের খাতির এড়াইতে না পারিয়া, কিংবা প্রিয় জনের নাছোড় পীড়াপীড়িতে পড়িয়া, সনাতন ব্যভিচার দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতিদেবীর অলঙ্কারীয় নিয়ম অনুসারে, গর্ভসঞ্চারণ, অধিকাংশ স্থলে, অপরিহার্য্য; এবং, পবিত্র সাধুসমাজের অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথা অনুসারে, তথাবিধ স্থলে, জগহত্যাও অপরিহার্য্য (১)। অপরিহার্য্য বিষয়ের অনুষ্ঠান বা অনুমোদন, কোনও অংশে, দোষাবহ বলিয়া

(১) এ দেশের পুরুষজাতির গায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। তাঁহারা জীলোকের পরকাল খাইবার আসল ওজাদ। জীলোক, স্বভাবতঃ, সাভিশয়

বিবেচিত হওয়া উচিত নহে । এজন্যই, গোপকুলোদ্ভব ভগ-
বান্ দেবকীনন্দন স্বীয় প্রিয়ভার্য্য তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে,

জাতস্ত্ব হি ধ্রুবো যুত্মাক্রবং জন্ম যুতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্য্যেহর্ষে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি (১) ॥

অগ্নিলেই যুত্ম্য অবধারিত, যুত্ম্য হইলেই পুনর্জন্ম অবধারিত । অতএব,
অপরিহার্য্য বিষয়ে, তোমার শোক করা উচিত নহে ।

এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন । সেইরূপ,

জরাশ্রয়ে ধ্রুবো জ্ঞানো জ্ঞানে হত্যা ধ্রুবা স্মৃতা ।

তস্মাদপরিহার্য্যেহর্ষে ন দোষঃ সাধুসংসদি (২) ॥

উপপত্তির আশ্রয়গ্রহণে, জ্ঞানসঞ্চার অবধারিত ; জ্ঞানসঞ্চার হইলে,
জ্ঞানহত্যাও অবধারিত । অতএব, অপরিহার্য্য বিষয়ে, সাধুসমাজে
দোষ নাই ।

বস্তুতঃ, সুক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জ্ঞানহত্যায়
কোনও দোষ আছে, এরূপ প্রতীতি হয় না । জ্ঞানহত্যাকে
পাপজনক, বা কোনও অংশে নিন্দনীয়, বলিয়া প্রতীপন্ন
করিতে পারেন, কই, এমন বেটা ছেলে ত, এ পর্য্যন্ত,
আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই । পেট কাঁপিলে, ও পেটে
মল জমিলে, ডাক্তরেয়া, জোলাপ দিয়া, পেট পরিষ্কার

লজ্জাশীল; অস্তঃকরণে ঘুরতিলারের উদয় হইলেও, তাঁহার, লজ্জার খাতিরে,
মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না । তাঁহার, স্বয়ম্ভরত্ব হইয়া, ধর্ম্মব্রত হইয়াছেন,
এরূপ দুষ্টাও অতি বিরল । কিন্তু, নিরতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, পুরুষ-
জাতির প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া, এক বার অগণে পদার্পণ করিলে, লজ্জাভঙ্গ
হইয়া যায় ; এক বার লজ্জাভঙ্গ হইলে, আর রক্ষা নাই । ওখন,

“খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট” ।

সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া দেখিলে,
ভয়ানক স্বার্থপর পুরুষজাতির অনিবার্য্য দুষ্কৃত্তির আভিয্যই জীলোকের
চরিত্রদোষের মূল কারণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ।

(১) ঐমহাভবকীড়া । ২ । ২৭ । (২) ধর্ম্মনির্বাণ তন্ত্র । ৩ । ৭ । ২১ ।

করিয়া দেম । জ্ঞানহত্যাও, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাণঃস্বয়-
গীতাই মহোদয়দিগের আশ্রয়, হির চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে,
তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে । সাধুসমাজের অতিমত
অভিধান গ্রন্থে, জ্ঞানহত্যা শব্দের যে বিশুদ্ধ ও বিশদ
ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন
হয় । যথা,—

জ্ঞানহত্যা—সং, ত্রীতিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ দ্বারা, পেটে ফাঁপ-
বিশেষ জন্মিলে, ও মলবিশেষ জন্মিলে, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, পেটের
ঐ ফাঁপবিশেষের নিবারণ, ও পেট হইতে ঐ মলবিশেষের নিকালন ।

কলকথা এই, জ্ঞানহত্যা, কিষ্কিৎ অংশেও, দোষাবহ
নহে ; দোষাবহ হইলে, আমাদের এই পরম পবিত্র অতি
বিচিত্র সাধুসমাজে, কদাচ, সচরাচর এরূপ প্রচলিত থাকিত
না । এইরূপ চিরপ্রচলিত, দোষস্পর্শশূন্য, সার্বজনীন
সদাচারকে পাপ বলিয়া গণ্য করিয়া, তন্নিবারণার্থে বিধবা-
বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, পাণ্ডিত্য-
প্রকাশ করা, নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাদের লক্ষণ ব্যতীত আর
কিছুই প্রতীত হয় না ।

সাধুসমাজের বহুদর্শী বিচক্ষণ টাঁই মহোদয়বর্গের মুখে
সদাসর্বদা শুনিতে পাই, বিধবারা অবিবাহিত থাকাতে,
সমাজের অশেষবিধ হিতসাধন হইতেছে ; তাহাদের
বিবাহ প্রচলিত হইলে, দেশট্টা একবারে হারখার হই-
বেক । ইঙ্গরেজি বিভাগ মুর্ত্তিমন্ত, জলজিয়ন্ত দেশহিতৈষী
মহাপুরুষদিগের মুখেও, এরূপ কণ্ঠস্থকরী সাধুভাষা,
সময়ে সময়ে, শুনিতে পাওয়া যায় । কিন্তু, এ বিষয়ে

বিশ্বাবাগীশ খুড় মহাশয়দের মনোগত অভিপ্রায় কি, এ পর্য্যন্ত, কেহ তাহা স্থির বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, শ্রীমান্ খুড় মহাশয়েরা নিভাস্ত নিরীহ জন্তু ; তাঁহা-দিগকে, সর্ব সময়ে, সর্ব বিষয়ে, সাধুসমাজের ক্রীত দাসের ন্যায়, চলিতে ও বলিতে হয় ; কোনও বিষয়ে, স্বতঃপ্রসূত হইয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ করা তাঁহাদের ইচ্ছা, ক্রমতা, ও ব্যবসায়ের বহির্ভূত ।

এক বড় মানুষের কতকগুলি উমেদার ছিলেন । আহাৰ প্রস্তুত হইলে, বাবু, পার্শ্ববর্তী গৃহে গিয়া, আহাৰ করিতে বলিলেন ; উমেদারেরাও, সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গিয়া, বাবুর আহাৰ দেখিতে লাগিলেন । মৃতন পটোল উঠিয়াছে ; পটোল দিয়া মাছের বোল করিয়াছে । বাবু দুই চারি খান পটোল খাইয়া বলিলেন, পটোল অতি জঘন্য তরকারি ; বোলে দিয়া, বোলটাই খারাপ করিয়াছে । ইহা শুনিয়া, উমেদারেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কি অন্যায় ! আপন কার বোলে পটোল !! পটোল ত ভদ্র লোকের খাদ্য নয় । কিন্তু, বোলে যত গুলি পটোল ছিল, বাবু ক্রমে ক্রমে সকল গুলিই খাইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, পটোলটা তরকারি বড় মন্দ নয় । তখন উমেদারেরা কহিলেন, পটোল তরকারির রাজা ; পোড়ান, ভাজুন, স্নাক্য দেন, ডালনায় দেন, চড়চড়িতে দেন, বোলে দেন, ছোকায় দেন, দম্ করুন, কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় হয় ; বলিতে কি, এমন উৎকৃষ্ট তরকারি আর নাই । বাবু কহিলেন, তোমরা ত বেস লোক ; যেই আমি বলিলাম, পটোল ভাল তরকারি

নয়, অমনি তোমরা পটোলকে নয়কে দিলে ; যেই আমি বলিলাম, পটোল বড় মন্দ ডরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে স্বর্ণে তুলিলে । উমেদারেরা কহিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যান্য আজ্ঞা করিতেছেন ; আমরা বোলেরও উমেদার নই, পটোলেরও উমেদার নই, উমেদার আপনকার ; আপনি যাহাতে খুসি থাকেন, তাহাই আমাদের সৰ্ব্ব প্রযত্নে কর্তব্য । এই উত্তর শুনিয়া, বাবু নিরুত্তর হইলেন ।

শ্রীমান্ বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা এই মনোহর উপাখ্যানের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল । তাঁহারা শাস্ত্রেরও উমেদার নহেন, ধর্ম্মেরও উমেদার নহেন ; তাঁহারা উমেদার পয়সার ; পয়সাওয়ালারা যাহাতে খুসি থাকেন, তাহাই, তাঁহাদের সৰ্ব্ব প্রযত্নে কর্তব্য বলিয়া, নির্বিবাদে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে ।

যদি বলেন, সকল পয়সাওয়ালারা ত পয়সা দেন না, তবে কি জন্য তাঁহাদের সকলকে খুসি করিবার চেষ্টা করিবেন । ইহার উত্তর এই, খুড় মহাশয়েরা, গুড়কলস-পিপীলিকা । গুড়ের কলসীর মুখ এমন বন্ধ করা আছে যে, তাহাতে কোনও মতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং, গুড় খাইতে পাওয়ার প্রত্যাশা সূদূর-পরাহত ; তথাপি পিপীলিকারা, গুড়ের গন্ধেই মাত হইয়া, কলসীর চারি দিকে, সারি বাঁধিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে । সেইরূপ, বিজ্ঞাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, পয়সা পান না পান, পয়সার গন্ধে অন্ধ হইয়া, যদি পাই এই প্রত্যাশায়, পয়সাওয়ালার গদির নীচে গরুড়ের ন্যায়

বসিয়া, শ্লোক পড়িয়া তোষামোদ ও জল উচু নীচ করেন, এবং, যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, ইহকালে ও পরকালে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া, পরমা-ওয়ালাদের খাতিরে, তাঁহাদের অতিমত ব্যবস্থায়, অবিকৃত চিত্তে, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন । শ্রীমতী যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সত্যার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে নিম-জিত বিজ্ঞাবাগীশের পাল, এবং পালের গোদা শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিজ্ঞারত্ন খুড়, যে ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা এ বিষয়ের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল । আশীর্বাদ করি, পুণ্যশ্লোক, পূজাপাদ খুড় মহাশয়েরা চিরজীবী হউন ।

ধর্মকথা বলিতে গেলে, তাঁহাদের ঈদৃশ ব্যবহার, কোনও অংশে, দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । কারণ, নীতিশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে,

অর্থস্ত পুরুষো দাসঃ ।

মাহুয পরসার গোলাম ।

পরসার জন্যে, মাহুযে না করিতে পারে, এমন কর্ম্মই নাই । দেখুন, ছুরি, ডাকাইতি, গলায় ছুরি, জুয়াছুরি, বাটপাড়ি, জাল সাকী, জাল দলীল, জাল মোকদ্দমা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি এ দেশের লোকের অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে । যিনি, যে পরিমাণে, এই সকল বিষয়ে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন, তিনি, সেই পরিমাণে, সাধুসমাজে, বাহাদুর বলিয়া, গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন ।

অবশেষে, শ্রীমান্ বিজ্ঞারত্ন খুড়কে, কিছু উপদেশ দিয়া, এবারকার মত, জাল গুড়াইতেছি ।

খুড় মহাশয় !

আপনি বেয়াড়া পণ্ডিত ; কিন্তু, আপনকার মত, বেয়াড়া আনাড়িও প্রায় চক্ষে পড়ে না। যে দিন, সর্বপ্রথম, আপনার চাঁদমুখ নয়নগোচর করিয়া, মানবজন্ম সকল করি ; সে দিন, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না, এই কবুল দিয়া, হৃদয় আনাড়ির কৰ্ম করিয়াছিলেন। সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন উত্তর কালে, আর কখনও, ওরূপ মুখআলগা না হন। যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়দিগের আহ্বান অনুসারে, সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বেস করিয়াছিলেন ; তাঁহারা সভায় বক্তৃতা করিতে বলিয়াছিলেন, ভালই ; আপনকারদের দস্তর মত, পাগলের ন্যায়, কতকগুলি অগড়ম বগড়ম বকিয়া, খানিক ক্ষণ গোলমাল করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেই, বেস হইত। তাহা না করিয়া, বক্তৃতা লিখিয়া, কাঁদে পা দিলেন কেন। যে রূপ জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ছাড়াইয়া উঠা কঠিন। বলিতে কি, আপনি অতি বড় বন্ধেখর। এক্ষণে, আপনাকে এই উপদেশ দিতেছি, আপনাদের সমাজের সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক শ্রীমান্ ভুবনমোহন বিজ্ঞারত্ন খুড় মহাশয়ের নিকট, কিছু দিন জ্ঞান শিক্ষা করিবেন। তিনি, আপনকার মত, বেহৌস আহ্লাদিয়া হোকরা, বা কাহা-আলগা লোক, নহেন।

কিছু দিন হইল, নৈয়ায়িক বিজ্ঞারত্ন খুড়, শিয়ালদহ ইন্সটেশনে, খুলনার অন্তঃপাতী নৈহাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত বারু কৈলাসচন্দ্র বসুর সহিত, বিধবাবিবাহ বিষয়ে, বাদামূল্যবাদ

করিতেছিলেন । বিজ্ঞানাগর, বচনের অসথা অর্থ লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিয়াছেন ; নৈয়ামিক বিজ্ঞানরত্ন খুড় এইরূপ বলাতে, নিকটবর্তী এক ব্যক্তি কহিলেন, বিজ্ঞানাগর, বচনের অসথা অর্থ লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিয়াছেন, যদি আপনকার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে, ঐ সমস্ত লিখিয়া, সর্ব সাধারণের গোচরার্থে, প্রচারিত করা আপনকার উচিত । তাহাতে নৈয়ামিক বিজ্ঞানরত্ন খুড় কহিলেন,

“শতং বদ মা লিখ ।”

শতবার বলিও, লিখিও না

কোনও বিষয়ে কোনও কথা বলিলে, যদি উত্তর কালে ধরাধরি পড়ে, কোন শালা বলিয়াছে বলিলেই, নিকৃতি পাওয়া যায় ; লিখিলে, ফাঁদে পা দেওয়া হয়, সহজে এড়াইতে বা ভাঁড়াইতে পারা যায় না । এজন্যই, পূর্বোক্ত নীতিবাক্যে, লিখিতে নিষেধ । দেখুন দেখি, আপনারা হুজনেই, এক এক বিষয়ে, সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান ব্যক্তি ; উভয়েই বিজ্ঞানরত্ন উপাধি ধরেন ; উভয়েই সর্বত্র সর্বপ্রধান বিদায় হারিয়া থাকেন । কিন্তু, বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে, উভয়ের আসমান জমীন করক । তিনি, পাগলের মত বেড়বেড় করিয়া বকিয়া, লোককে আলাতন করিতে সম্মত আছেন ; কিন্তু, লিখিয়া ফাঁদে পা দিতে, কোনও মতে, সম্মত নছেন । আপনি এমনই আনাড়ি, তাড়াতাড়ি লিখিয়া, ফাঁদে পা দিয়া জড়াইয়া পড়িলেন ।

যদি বলেন, আমার উপরেই তোমার এতটা চোট

কেন । আমাতে ও নৈয়ায়িক বিজ্ঞানভূতে তফাৎ কি ।
আমরা উত্তরেই ত, বিদায়ের সময়, এক ব্যবস্থায় স্বাক্ষর
করিয়াছি । ইহা সত্য বটে, আপনারা উত্তরেই, এক ব্যব-
স্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন ; কিন্তু, সে জন্যে আমি আপনা-
দিগকে ধর্ম্মভঃ অপরাধী করিতে পারি না । সে স্বাক্ষর
আপনারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক করেন নাই ; তাহা কেবল
পয়সাওয়ালাদের খাতিরে ও গীড়াগীড়িতে করিতে হই-
য়াছে । ঐ স্বাক্ষর না করিলে, আপনাদের, ঐ জম্মে
আর, যশোহর প্রদেশে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিত
না ; এবং সেরূপ ঘটিলে, আমিই আবার আপনাদিগকে,
আনাড়ির চুড়ামণি ও বেঅকুকের শিরোমণি বলিয়া, শত
সহস্র বার তিরস্কার করিতাম । পয়সাওয়ালাদের মনো-
রঞ্জনই বিজ্ঞাবাগীশ্বরের বিজ্ঞাত্যাস ও শাস্ত্রানুশীলনের
এক মাত্র উদ্দেশ্য, ইহা কাহারও অবিরিত নহে । আমার
স্বক্ষম বিচারে, সে বিষয়ে আপনাদের সাত খুম মাপ ।
আপনকার সন্তোষার্থে, অধিক আর কি বলিব, পয়সা-
ওয়ালাদের খাতিরে বা গীড়াগীড়িতে, কোনও কর্ম্ম করিলে,
যদি কেহ আপনাদের উপর, কোনও প্রকারে, দোষারোপ
করিতে অগ্রসর হয়, আমি গোদহাকিমি করিয়া, ত্রীমতী
যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সত্য দেবীর সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক,
তাহাকে কাঁসি দিতে, শূলে চড়াইতে, অথবা জন্মের মত
দ্বীপান্তরে পাঠাইতে, কণ মাত্র বিলম্ব করিব না ।

কিছু দিন হইল, অধুনা লোকান্তরবাসী, এক চিরস্মরণ-
ীয়, বহুদর্শী বিচক্ষণ,

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সৰ্কে মূৰ্ধে দোষা হি কেবলম্ ।

এই নীতিবাক্যের, ‘পণ্ডিতের সব গুণ, দোষের মধ্যে বেটারা বড় মুখ’, এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে, বিশিষ্ট-রূপ বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, এই চমৎকারিণী ব্যাখ্যা, সৰ্ব্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়া, নির্বিবাদে প্রতিপন্ন হয় কি না ।

হ্যাঁ হউক, আপনি আর এরূপ কাঁচা কৰ্ম্ম না করেন, এই আমার প্রার্থনা, এই আমার অনুরোধ, এই আমার উপদেশ । পুনরায় এরূপ কাঁচা কৰ্ম্ম করিলে, যদিও, খুড় বলিয়া খাতির রাখিয়া, বাঁদরামি করিয়াছেন, না বলি ; পাগলামি বা মাতলামি করিয়াছেন, এ কথা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইব না । অলমতিবিস্তরেন ; অর্থাৎ, এ বার এই পর্য্যন্ত ।

খুড়র গুণের কথা অতি চমৎকার ।

এমন গুণের খুড় না হেরিব আর ॥

খুড়টির গুণের বালাই লয়ে মরি ।

খুড়র পিরিতে সবে বল হরি হরি ॥

হরিবোল । হরিবোল ।
হরিবোল ।

ইতি ব্রজবিলাসে মহাকাব্যে কস্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত কৃত্তে

পঞ্চম উল্লাসঃ ।

সমাগমিদম্ পূৰ্ণার্জম্ ।

প্রথম পরিশিষ্ট ।

জনমেজয় খুঁড় মহাশয় যখন উপাধি পান, সে সময়ে আমি অন্তমনস্ক ছিলাম। একসময়, তিনি কি উপাধি পাইলেন, শুনিতে পাই নাই। পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, কেহ কেহ কহিলেন “কপিরত্ন”, কেহ কেহ কহিলেন, “কবিরত্ন”। আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। উভয় পক্ষে লোক-সংখ্যা সমান, সুতরাং, অধিকাংশের মতে কার্য শেষ করিবার পথ ছিল না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, আপাততঃ “কপিরত্ন” বলাই সাব্যস্ত করিলাম। কারণ, যদি উত্তর কালে কবিরত্ন বলিতে হয়, তাহার পথ পরিষ্কার রহিল। রূপ—ই এই দুয়ের সন্ধি করিলে, কবি হইতে পারিবেক; কিন্তু, এখন কবিরত্ন বলিলে, যদি উত্তর কালে কপিরত্ন বলা আবশ্যক দাঁড়ায়, তাহার আর উপায় থাকিবেক না। ব্যাকরণের মত অনুসারে, স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত প স্থানে ব হয়; কিন্তু, ব স্থানে প হইবার বিধান নাই। যদি কেহ আপত্তি করেন, প স্থানে যে ব হয়, তাহা বর্গীয়; কিন্তু, কবি শব্দের ব আন্তঃস্থা; এমন স্থলে, ওরূপ সন্ধি দ্বারা, কি রূপে, কবিরত্ন সম্পন্ন করিবে। ইহার উত্তর এই, যখন এ দেশে উভয় বকারের, কি আকার, কি উচ্চারণ, কোনও অংশে কোনও প্রভেদ নাই, তখন বর্গীয় ও অন্তঃস্থা বকারের কথা ভুলিয়া, আপত্তি উত্থাপন করা খাঁটি বোকার কথ।

এক গ্রামে দুই বিদ্যাবাগীশ খুঁড় ছিলেন। ইঁহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ স্মার্ত। এক দিন, এক ব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন। স্মার্ত বিদ্যাবাগীশ বাটীতে নাই শুনিয়া, তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্মে আসিয়াছ। তিনি কহিলেন, আমার একটা তিন বৎসরের দৌহিত্র মরিয়াছে; ~~অতএব~~ পুত্রি বা পোড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, তাহাকে পুত্রিয়া কেল। সে ব্যক্তি জানিভেন, তিন বৎসরের ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুত্রিতে হয় না, তথাপি, সন্দেহ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। একগুণে, পুত্রিতে হইবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তিনি

সন্ধিগ্ধ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন ; এমন সময়ে, পশ্চিমদো, স্মার্টের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাসিলেন, পুতিব না পোড়াইব । তিনি পোড়াইতে বলিলেন । তখন সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাশয় পুতিতে বলিলেন, কেন । স্মার্ট, জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার জন্ত, কহিলেন, তিনি পরিহাস করিয়াছেন । অনন্তর তিনি, বাটীতে গিয়া, জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিয়া আপনি এমন ব্যবস্থা দিলেন ; পোড়াইবার স্থলে পুতিতে বলা অতি অসঙ্গত হইয়াছে । নৈসর্গিক কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা করিয়াই, পুতিতে বলিয়াছি । পুতিয়া রাখিলে, যদি পোড়াইবার দরকার হয়, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক ; কিন্তু, যদি পোড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইয়া ফেলিলে, যদি পুতিবার দরকার হইত, উর্ধ্ব কোথাগৈ পাইত ।

যেমন পোড়াইবার দরকার হইলে, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক, এই বিবেচনা করিয়া, নৈসর্গিক পুতিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ; সেইরূপ, কবিরত্ন বলা আবশ্যক হইলে, প স্থানে ব করিলেই চলিবেক, এই বিবেচনা, উক্ত কালের পঞ্চ পরিকার রাখিয়া, আমি কপিরত্ন উপাধিই লাভ্য করিলাম ; পরে যদি প্রমাণ প্রদেয় দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, খুড় মহাশয় কবিরত্ন উপাধি পাইয়াছেন ; তখন, পূর্বোক্ত প্রণালীতে, প স্থানে ব করিলেই, সর্বাংশে নিখরিকিৎ হইবেক ।

কপিরত্ন উপাধি লাভ্য রাখিবার জন্ত, যে প্রবল বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, তাহা অকাটা ; কার বাপের লাভ্য, তাহাতে দস্তফুট করে । এমন কি, “নরদীপচন্দ্র, পণ্ডিতাশ্রয়, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী,” নৈসর্গিক পালের গোদা, ঐশ্বর্য ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন খুড় মহাশয়ও, সাহস করিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন না ।

কিঞ্চ, শাস্ত্রকারেরাও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন,

“প্রথমোপস্থিতপরিভ্যাগে প্রমাণাভাবঃ” ।

বাহ্য প্রথম উপস্থিত, তাহার পরিভ্যাগ অপ্রামাণিক ।

বর্ণমালা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, প প্রথম উপস্থিত হয়, তৎপরে ব ; এমন স্থলে, প পরিভ্যাগ করিয়া ব ধরিতে গেলে, অর্থাৎ কপিরত্ন না বলিয়া কবিরত্ন বলিলে, উপরি দর্শিত প্রামাণিক ব্যবস্থার অপ্রামাণ্য ঘটে ।

অপিচ, প অক্ষরটি মোলারম, ব অক্ষরটি কড়া ; জনমেজয় খুঁড় বৈষ্ণব রসিকের চুড়ামণি, তাঁহার উপাধিটি যত মোলারম অক্ষরে বানান যাইবেক, ততই মানানশই হইবেক ; এ বিবেচনাতেও, কপিরঙ্গ বলাই উচিত ও আবশ্যক । সভায় উপস্থিত বিদ্যাবাগীশ পালের মধ্যে, যদি কেহ বহুদর্শী আলঙ্কারিক থাকেন, তিনিই এই মীমাংসাটির প্রকৃত রূপ তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারিবেন । স্মার্ত নৈয়ায়িক প্রভৃতি পালের গোদারা, ফেলফেল করিয়া চাহিয়া থাকিবেন, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না ।

অপরঞ্চ, প্রামাণিক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ঘটকচুড়ামণি, প্রথম দশায়, “কচি পাঠা” এই অপূর্ণ উপাধি পাইয়াছিলেন । বোকা পাঠা উপাধি হইলে, তিনি লোকালয়ে অধিকতর বলবিক্রমশালী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, এই প্রবল যুক্তি দেখাইয়া, কেহ কেহ কচি শব্দ স্থলে বোকা শব্দ বসাইতে চাহিয়াছিলেন । এ বিষয়ে নানা তর্ক ও বিস্তর বাদানুবাদও হইয়াছিল । অবশেষে, “বোকা পাঠা” অপেক্ষা “কচি পাঠা” মোলারম, নিরবচ্ছিন্ন এই বিবেচনায়, “কচি পাঠা” উপাধিই সাব্যস্ত হয় । এ অনুসারেও, কপিরঙ্গ উপাধি সাব্যস্ত হওয়াই, ঘটকচুড়ামণি খুঁড় মহাশয়ের পক্ষে, সর্ব্বতোভাবে বিধিসিদ্ধ হইতেছে ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

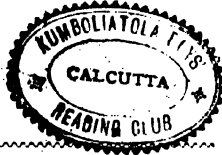
অনার্যতাঃ কিল পুরা দ্বিত্ব আসন্ বরাননে ।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি ॥
তাसां व्युत्तरमागानां कोमारां सुभगे पतीन् ।
नाधर्मोहदूषरारोहे स हि धर्मः पुराभवः ॥
प्रमाणदृष्टौ धर्मोहयं पुज्यते च महर्षिभिः ।
उत्तरेषु च रञ्जोरु कुरुष्वद्यापि पुज्यते ॥
श्रीगामनुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः ॥
अस्मिंस्त লোকে ন চিরান্মর্যাদেয়ং শুচিস্মিতে ।
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তস্মৈ বিস্তরতঃ শৃণু ॥
বভূবোদ্ধালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্ ।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুঞ্জস্তস্মাভবগ্নুনিঃ ।
মর্যাদেয়ং কৃত্বা তেন ধর্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা ।
কোপাং কমলপত্রাক্ষি বদার্থং তং নিবোধ মে ॥
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বে গচ্ছাব ইতি চাত্রবীং ॥
ঋষিপুঞ্জস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচৌদিতঃ ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব ॥
ক্রুদ্ধং তন্ত পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুর্মুবাচ হ ।
মা তাত কোপং কার্ষীশ্চমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥
অনার্যতা হি সর্কেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি ।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ ॥
ঋষিপুঞ্জোহধ তং ধর্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে ।
চকার চৈব মর্যাদান্নিগ্নাং শ্রীপুংসয়োভুবি ॥

মানুষেষু মহাভাগে নম্বেবান্যেযু জন্তেষু ।
 তদা প্রভৃতি মৰ্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
 ব্যাচরন্ত্যাঃ পতিং নার্যা অজ্ঞ প্রভৃতি পাতকম্ ।
 জ্ঞানহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্ ॥
 ভাৰ্য্যাং তথা ব্যাচরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্ ।
 পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি ॥
 পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুজ্যার্থমেব চ ।
 ন করিষ্যতি তস্মাচ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি ।
 ইতি তেন পুরা ভীৰু মৰ্যাদা স্থাপিতা বলাৎ ।
 উদ্ধালকস্ত পুজ্ঞেয় ধৰ্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা (১) ॥

পাণ্ডু কুন্তীকে কহিতেছেন, হে স্নয়ুথি! চাক্ৰহাসিনি! পূৰ্ব্বে কালে
 জীলোকেরা অরুদ্ধা, স্বাধীনা, ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম
 করিয়া, পুরুষান্তরে উপগতা হইলে, তাহাদের অধৰ্ম্ম হইত না। পূৰ্ব্বে কালে
 এই ধৰ্ম্ম ছিল; ইহা প্রামাণিক ধৰ্ম্ম; ঋষিরা এই ধৰ্ম্ম মান্ত করিয়া থাকেন;
 উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধৰ্ম্ম মান্ত ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধৰ্ম্ম
 জীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম
 স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি, শুন। শুনিয়াছি, উদ্ধালক নামে
 মহর্ষি ছিলেন; শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই শ্বেতকেতু, যে
 কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া, এই ধৰ্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শুন।
 একদা উদ্ধালক, শ্বেতকেতু, ও শ্বেতকেতুর জননী, তিন জনে উপবিষ্ট আছেন;
 এমন সময়ে, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন, এবং, এস
 যাই বলিয়া, একান্তে লইয়া গেলেন। তখন, ঋষিপুত্র, এইরূপে জননীকে নীয়-
 মানা দেখিয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত ক্রুপিত হইলেন। উদ্ধালক শ্বেত-
 কেতুকে ক্রুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! কোপ করিও না, ~~এই সনাতন~~ ধৰ্ম্ম।
 পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই জী অরক্ষিত। গোজাতি যেমন স্বচ্ছন্দ বিহার করে,

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

মহাব্যোমগৌ সেইরূপ স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দ বিহার করে। ঋষিগুণ্ড খেতকেতু, সেই ধর্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, পৃথিবীতে দ্বীপুরুবের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে! আমরা শুনিয়াছি, তদবধি এই নিয়ম মনুষ্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে; কিন্তু অস্ত্র অস্ত্র ভিত্তিগের মধ্যে নহে। অতঃপর, যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার জগৎহত্যার সমান অসুখ-জনক ঘোর পাতক অশ্লিবেক। আর, যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে সেই পাতক হইবেক। এবং যে দ্বী, পতি কর্তৃক পুত্রার্থে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেক, তাহারও এই পাতক হইবেক। হে ভয়শীলে! সেই উদ্বালকপুত্র খেতকেতু, বল পূর্বক, পূর্ব কালে এই ধর্মবৃত্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।



বাগবাজার	লাইব্রেরী
সংখ্যা	Ref...
হা সংখ্যা	
পরিগ্রহণের তারিখ	০৫/১১/২০০৬

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA.

AT THE SANSKRIT PRESS, 62, AMHERST STREET.

1884.

